কোরাণ-তত্ত্ব

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী
প্রণীত

জলপাইগুড়ি হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত
১৩২৬

মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

সূচনা

অনন্ত বারিধি মাঝে বহি অম্বুরাশি
ঋজু, বক্র, দীর্ঘ, হ্রস্ব, স্রোতস্বিনী কত
হইতেছে প্রবাহিত; এক (ই) অম্বুরাশি
বিভিন্ন নামেতে বহে বিভিন্ন প্রদেশে;
অনন্ত শ্রীভগবানে—স্রোতস্বিনী যথা
মোসলেম, হিন্দু, খৃষ্ট, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম আর
পারসিক জৈন আদি নানা ধর্ম্ম যত
রুচিভেদে দেশভেদে প্রকৃতি ভেদেতে
স্থান, পাত্র, দেশ কালে উপযোগী হ'য়ে
হইতেছে প্রবাহিত;—এক ভগবানে
বিভিন্ন নামেতে সেবে বিভিন্ন প্রদেশে;
অম্বু যথা ভিন্ন নামে হয় পরিচিত
ভিন্নদেশে; কিন্তু হায় ভ্রমান্ধ মানব
নিজ ধর্ম্ম জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলি
অলীক, অসার দ্বন্দ্ব করে পরস্পরে।
যেই সত্য যীশু খৃষ্ট করেন প্রচার,
যেই সত্য হিন্দু-শাস্ত্রে আছে প্রচারিত,
সেই সত্য মহাম্মদ করিলা প্রচার
এক ধর্ম্ম, এক মূল, এক ভগবান

বিভিন্ন শাস্ত্রের ছাঁচে বিভিন্ন আকার।
জীবে প্রেম, আত্ম-ত্যাগ, ভক্তি-ভগবানে
ভগবানে আত্মোৎসর্গ—ইহাই ইস্‌লাম,
ইহাই বিশ্বের ধর্ম্ম, ধর্ম্ম মানবের।
জাতিদ্বেষ, বর্ণদ্বেষ, ধর্ম্মদ্বেষ ভুলি
ভুলি আত্মপর, ব্যাপী সমগ্র জগত ;
বিরাট মানব জাতি হ'ক প্রতিষ্ঠিত ;
উঠুক জগতে এক ধর্ম্মের হিল্লোল,
জগতে ইসলাম ধর্ম্ম হউক ঘোষিত।

কোরাণ-তত্ত্ব

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম দাতা দয়ালু আল্লার নামে আরম্ভ।

পয়গম্বর কাহার জন্য এবং কি জন্য অবতীর্ণ হন তাহার দলীল।

بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ *

বরং তোমার পালনকারীর পক্ষ হইতে উহা (কোরাণ) সত্য (হক্) (অবতীর্ণ হইয়াছে) এ হেতু যে, তুমি সেই দলকে (সম্প্রদায়কে) ভয় দেখাও যাহাদের নিকট কোন ভয় দেখানেওয়ালা তোমার পূর্ব্বে আসে নাই যাহাতে তাহারা পথ পায় অর্থাৎ তাহা হইলে সম্ভবতঃ তাহারা সত্য পথ প্রাপ্ত হইবে। সুরা ছেজদা।

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ *

প্রবল (ও) দয়াময় (ইহা অর্থাৎ কোরাণ) নাজেল করিয়াছেন, এ হেতু যে, তুমি সেই দলকে (সম্প্রদায়কে) ভয় দেখাইবে যাহাদের বাপদাদাগণকে

ভয় দেখান হয় নাই (এর পূর্ব্বে তাহাদের নিকট কোন নবী আসে নাই), কাজেই তাহারা অজ্ঞাত অর্থাৎ অনভিজ্ঞের দল। সুরা ইয়াছিন।

মন্তব্য।—পূর্ব্ববর্ত্তী ও উক্ত আয়েত দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে আদম (আলা) মক্কাতে অবতীর্ণ হন নাই কারণ তিনিও পয়গম্বর ছিলেন। যদি তিনি মক্কা কিম্বা তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে অবতীর্ণ হইতেন তাহা হইলে মহম্মদের (আলা) পূর্ব্বে কোন পয়গম্বর অবতীর্ণ হন নাই এরূপ আয়েত কোরাণে থাকিত না।

অহি কিরূপে হয় ও জিব্রাইল (আলা) সহ কতবার দেখা হয় ও তাঁহার সহিত কোন কথাবার্ত্তা আদৌ হয় নাই তাহার দলীল।

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ *

কোন মানুষের ক্ষমতা নাই যে, তাহার সহিত আল্লা কথা বলে তবে কিন্তু অহি অথবা পর্দ্দার পিছন হইতে কিম্বা পয়গম্বর (ফেরেস্তা) কে পাঠান পরে সে (সেই ফেরেস্তা) তাঁহার হুকুম অনুসারে অন্তরে নিক্ষেপ করে, যাহা তিনি (আল্লা) ইচ্ছা করেন। সুরা শুরা।

মন্তব্য।—সাধারণের বিশ্বাস আল্লার হুকুমে * ফেরেস্তা মহম্মদকে (আলা) কোরাণ রচনা করিয়া মুখে মুখে শিখাইত

কিন্তু তিনি এরূপ আজগবি কথা কিরূপে বলিবেন সেই ভুল অপনয়ণ জন্য এই আয়েত। অর্থাৎ যাহা তাঁহার অন্তরে উদয় হইত অর্থাৎ যাহা তিনি সৎ মনে করিতেন ও যাহা দ্বারা সকলে উপদেশ পাইবে তাহাই কোরাণে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এবং যে সমস্ত সৎকথা মনে উদয় হইত তাহা খোদার পক্ষ হইতে নাজেল হইতেছে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحى يوحى * علمه
شديد القوى * ذو مرة * فاستوى * و هو بالأفق الأعلى *
ثم دنا فتدلى * فكان قاب قوسين أو أدنى * فأوحى إلى
ما أوحى * ما كذب الفؤاد ما رأى * أفتمرونه على ما يرى *
و لقد راه نزلة أخرى * عند سدرة المنتهى *

এবং সে আপন ইচ্ছা হইতে বলে না, উহা (তিনি যাহা বলেন) (তাহার প্রতি) যাহা পাঠান হয় সেই অহি ভিন্ন নহে, দৃঢ়শক্তি বলবান (জিব্রাইল) তাহাকে শিক্ষা দিয়াছে, অনন্তর সে (জিব্রাইল) পূর্ণরূপে দেখা গেল, এবং সে (আকাশের) উচ্চ কিনারায় ছিল, তৎপর নিকটবর্ত্তী হইল, পরে (মানবাকারে) নামিযা আসিল, অনন্তর দুই ধনু পরিমাণ অথবা তাহা অপেক্ষা নিকটতর ছিল, পরে (জিব্রাইল) তাহার (আল্লার) বান্দার নিকট অহি পঁহুছাইল, যাহা পঁহুছাইল, অন্তর যাহা চক্ষে দেখিয়াছে অনন্তর তাহাকে মিথ্যা বলে নাই, অনন্তর তোমরা কি সে (মহম্মদ) যাহা দেখিয়াছে তৎ-সম্বন্ধে তাহার সঙ্গে ঝগড়া করিতেছ। এবং নিশ্চয় তাহাকে সে আর একবার

ছেদরাতল মোন্তাহার (আরশের ডানদিকস্থিত কুলগাছ) নিকটে দেখিয়াছিল। স্থরা নজম।

মন্তব্য।—এই আয়েত দ্বারা স্পষ্টই দেখা যায় দুইবার মাত্র জিব্রাইল (আলা) সহ তাঁহার দেখা হয়। সাধারণের বিশ্বাস, আবশ্যক মত জিব্রাইল (আলা) আসিত, সেটী ভ্রম যদি সেই অনুমান ঠিক হয় তাহা হইলে এই আয়েত মিথ্যা হয়, আয়েত কিছুতেই মিথ্যা বলা যাইতে পারে না সুতরাং অনুমানই মিথ্যা। দ্বিতীয়তঃ যদি এই আয়েত সত্য হয় তাহা হইলে কোরাণ কে রচনা করিল ? কোরাণ রচনা করিতে ২৩ বৎসর সময় আবশ্যক হইয়াছে এই ২৩ বৎসর মধ্যে মাত্র দুই বার জিব্রাইল (আলা) সহ দেখা, এখন বিচার করিয়া দেখুন কোরাণ মহম্মদের নিজের রচিত কি না ?

بل قالوا اضغاث احلام بل فترئه بل هو شاعر *

বরং তাহারা বলিল (এই কোরাণ) মিশ্রিত স্বপ্ন (অর্থাৎ স্বপ্নে যে সকল নানারূপ কথা দেখিয়াছে তাহাই ইহা বাস্তবিক সত্য নহে) বরং সে তাহা রচনা করিয়াছে বরং সে কবি। স্থরা আম্বিয়া।

মন্তব্য।—এ প্রশ্নের কোন উত্তর দেওয়া নাই সুতরাং স্বীকারোক্তিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। মেরাজ বর্ণন কালে এ বিষয় ভালরূপে বিচার করিব। হদিসে আছে মহম্মদ (আলা) যে সমস্ত ভাল স্বপ্ন দেখিতেন তাহা তিনি আল্লার তরফ হইতে অহি (প্রত্যাদেশ) রূপে গ্রহণ করিতেন এবং সকলের নিকট প্রকাশ করিতেন আর যে সমস্ত খারাপ স্বপ্ন দেখিতেন

তাহা শয়তানের তরফ হইতে আসিতেছে মনে করিতেন এবং তাহা কাহার নিকট প্রকাশ করিতেন না।

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ۙ وَّاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْٓا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۭ * بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ * قُلْ نَزَّلَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ *

যখন আমি কোন আয়েতের স্থানে কোন আয়েতকে বদল করি, এবং আল্লা উত্তম জানেন যাহা নাজেল করেন তখন (বদল করিবার পর) তাহারা বলে (হে মহম্মদ) তুমি রচনাকারী ভিন্ন নহ (অর্থাৎ আল্লার কালাম নহে তুমি নিজে রচনা করিয়া বল) বরং তাহাদের অনেকেই জানে না, বল তোমার পালনকারী হইতে জান পাক (পবিত্র প্রাণ জিব্রাইল) উহা (ঐ কোরাণ) হকের সাতে নাজেল করিয়াছেন এ হেতু যে।

মন্তব্য।—আল্লা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, সবই জানেন, তিনি কি জানিতেন না কোন আয়েত খাটিবে না। ইহাদ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় মহম্মদ (আলা) যে সমস্ত আইন করিতেন পরে দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় আবশ্যক মত রদ করিতেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে কোরাণের বিষয়গুলির মধ্যে কোন বিষয়টী অহি হইয়াছিল তাহার দলীল।

قُلْ إِنَّمَا يُوْحٰى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ *

তুমি বল, ইহা ভিন্ন নহে যে, আমার প্রতি অহি হইয়া থাকে যে, তোমাদের মাবুদ একমাত্র মাবুদ (আল্লা) সুরা আম্বিয়া।

মন্তব্য।—খোদা এক ও একমাত্র মাবুদ এই তিনি শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং ঐ বিষয় প্রমাণ জন্য তিনি কোরাণ সংগ্রহ ও রচনা করেন।

وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مِنَ الْاَحْزَابِ

مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ ※ قُلْ اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا اُشْرِكَ بِهٖ *

اليه ادعوا و اليه ماب *

(যীহুদ নাছারা) দলের কেহ (এমনও) আছে যে, তাহার (কোরাণের) কতক অস্বীকার করে, (হে মহম্মদ) তুমি বল ইহা ভিন্ন আমাকে হুকুম হয় নাই (অর্থাৎ আমাকে কেবল এই হুকুমই হইয়াছে) যে আমি আল্লার বন্দেগী করি এবং তাহার সঙ্গে শরীফ না করি, তাহারই দিকে ডাকিতেছি এবং তাহারই দিকে আমার ফিরিয়া যাওয়া এবং এইরূপে আমি ইহাকে (কোরাণকে) আরবি হুকুম (আরবি ভাষায়) নাজেল করিয়াছি। সুরা রোদ।

মন্তব্য।—ইহা দ্বারা সম্পূর্ণ কোরাণ যে খোদার নিকট হইতে নাজেল হয় নাই তাহা বেশ বুঝা যায়। শুধু খোদা এক, ইত্যাদি নাজেল হইয়াছে। কোরাণের যে সমস্ত অংশ যীহুদ দলের কেহ কেহ অস্বীকার করে তাহা তিনিও খোদার কালাম নয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

কোরাণ পূর্ব্বে ছিল এবং এই কোরাণ শুধু মক্কা-বাসীদিগের জন্য রচিত হয় তাহার দলীল।

وَ هٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لِتُنْذِرَ

اُمَّ الْقُرٰى وَ مَنْ حَوْلَهَا *

এবং এই কেতাব ইহাকে আমি কল্যাণজনকরূপে ইহার পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহার সপ্রমাণকারীরূপে নাজেল করিয়াছি এবং ইহা দ্বারা তুমি মক্কাবাসী-দিগকে ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগকে ভয় দেখাইবে। সুরা আনায়াম।

وَ كَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَ مَنْ حَوْلَهَا

وَ تُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ *

এবং এইরূপে আমি তোমার উপর আরবী কোরাণ নাজেল করিয়াছি এহেতু যে, তুমি ওম্মল কোরা (মক্কাবাসী) দিগকে ও যাহারা তাহার পার্শ্বে বাস করে তাহাদিগকে ভয় দেখাইবে। সুরা শুরা।

পয়গম্বর লেখা পড়া জানিতেন তাহার দলীল।

وَ كَذٰلِكَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ * فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ

يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ - وَ مِنْ هٰؤُلَاءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ - وَ مَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَا

إِلَّا الْكَافِرُونَ - وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ *

এবং ইহাদের (মক্কাবাসীদিগের) কেহ আছে যে, ইহার প্রতি ইমান আনিতেছে এবং আমার আয়েত সকলকে অস্বীকার (এনকার) করে না কিন্তু কাফেরগণ (কেবল তাহারাই অস্বীকার করিয়া থাকে) এবং তুমি ইহার পূর্ব্বে কোন কেতাব পড়িতে না আর না তাহা আপন ডান হাতে লিখিতে তখন অবশ্য মিথ্যাবাদীগণ সন্দেহ করিত। সুরা আনকবুত।

মন্তব্য।—এই আয়েত দ্বারা লেখাপড়া জানিতেন বেশ বুঝা যায়। ইহার পূর্ব্বে অর্থাৎ কোরাণ নাজেল হইবার পূর্ব্বে কোন কেতাব পড়েন নাই কিন্তু যখন হইতে কোরাণ নাজেল হইয়াছে তখন হইতে পড়িতেন এবং ক্রমে ক্রমে আয়েত রচনা করিতেন। একবারে লিখিতে পারিতেন না বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় এইজন্য বলেন নাই। বাম হাতে লিখিতেন বেশ বুঝা যায়।

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ - وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ *

এবং এই দৃষ্টান্ত (মেছাল) সকল ইহাকে আমি মানুষের জন্য বর্ণনা করিতেছি, এবং এলেমওয়ালা ভিন্ন ইহা বোঝে না। সুরা আনকবুত।

মন্তব্য।—কোরাণ বুঝিতে হইলে এলেম চাই ইহা দ্বারা সুপ্রমাণীত হইতেছে হজরত মহম্মদের (আলা) বিশেষরূপ এলেম ছিল।

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ

وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا *

এবং তোমার প্রতি তাহার অহি সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে তুমি কোরাণে তাড়াতাড়ি করিও না। এবং বল হে আমার পালনকারী আমাকে এলেম বেশী দাও। সুরা তাহা।

মন্তব্য।—প্রতিদিন এবং সদাসর্ব্বদা জিব্রাইল (আলা) আসেন নাই মাত্র দুইবার আসিয়াছেন, ক্রমে ক্রমে কিরূপে আসিল? লেখা পড়া জানিতেন না, সাধারণের বিশ্বাস, কিন্তু এই আয়েতে পাওয়া যায় এলেম ছিল তবে আল্লার নিকট বেশী এলেম প্রার্থনা করিতেন। ৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষা করিয়া ৪১ বৎসর বয়সে কোরাণ প্রচার আরম্ভ করেন। প্রচার করিতে ২৩ বৎসরকাল আবশ্যক হয়। এতেও যে লোকে কোরাণ সংগ্রহ বুঝিতে পারে না, এইটীই আশ্চর্য্য। আল্লা নিজে নাজেল করিলে এক নিমেষেই পারিতেন ২৩ বৎসর কাল পর্য্যন্ত বেহাজত খোদা এত কষ্ট করিবেন কেন? সমগ্র কোরাণ এককালে প্রকাশ করিলে লোকে যাদু মনে করিবে এই আশঙ্কায় ক্রমে ক্রমে বলিয়াছেন।

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِىْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِعْدِهِمْ لَقَالَ

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ *

আর যদি তোমার প্রতি কাগজের লিখিত (কেতাব) নাজেল করিতাম

পরে তাহারা তাহা আপন হস্তে খুঁজিত, কাফেরগণ অবশ্যই বলিত, ইহা স্পষ্ট যাদু ব্যতীত নহে। সুরা ময়দা।

كذلك نفصل الايت لقوم يتفكرون *

আমি এইপ্রকারে আয়েত সকল সেই দলের জন্য বর্ণনা করিয়া থাকি যাহারা চিন্তা করে। সুরা ইউনস।

মন্তব্য।—যে রীতিমত চিন্তা না করে তাহার জন্য কোরাণ নহে।

كذلك نفصل الايت لقوم يعقلون *

এইরূপে খোলসা করিয়া আয়েত সকল বর্ণনা করিয়া থাকি সেই দলের জন্য যাহারা বুদ্ধি খাটায়। সুরা রুম।

و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحى اليهم فسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون - بالبينت والزبر - وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم و لعلهم يتفكرون *

এবং এহেতু যে, তাহারা (ঐ কোরাণে) চিন্তা করিবে। নাহল সুরা।

মন্তব্য।—শুধু কোরাণ শরীফ পাঠ করিলে চলিবে না এই আয়েত স্পষ্ট চিন্তা করিতে বলিতেছে চিন্তা করিলেই মূলতত্ত্ব অবগত হওয়া যাইবে।

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ *

এবং নিশ্চয় তোমায় হেকমতওয়ালা এলেমওয়ালার নিকট হইতে কোরাণ শিখান যাইতেছে। সুরা নমল।

মন্তব্য।—এই আয়েতে শিক্ষিত লোকের নিকট শিক্ষা করা স্পষ্টরূপে স্বীকার করা হইয়াছে।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ - لِسَانُ الَّذِي
يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ *

এবং নিশ্চয় আমি জানি তাহারা বলিয়া থাকে যে, তাহাকে মানুষে শিখাইয়া দেয়, ইহা ভিন্ন নহে যাহার দিকে তাহারা বেঁকিতেছে (অর্থাৎ যাহার কথা বলিতেছে) তাহার ভাষা আজমী এবং ইহা (এই কোরাণ) স্পষ্ট আরবি ভাষা। নহল সুরা।

মন্তব্য।—শিক্ষকের জাতীয় ভাষা আজমী হইলেই যে তাহার নিকট শিক্ষা করা যায় না ইহা অসম্ভব প্রশ্নের উত্তরে সোজাসুজি বলিলেই হইত যে মানুষে শিখায় নাই তাহা না বলিয়া ঐরূপ উত্তর কেন? মনুষ্যের নিকট শিক্ষা করাই সত্য; অস্বীকার করিলে মিথ্যা বলা হয়, সরল ভাবে স্বীকার করিলে লোকে কোরাণের প্রতি ইমান আনিবে না এই জন্যই, ঐরূপ উত্তর দিয়াছেন।

এই কোরাণ পয়গম্বরের নিজের রচিত তাহার দলীল।

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

তাহারা কি ইহা (কোরাণ) বলে যে ইহা রচনা করিয়াছে ? তুমি বল যদি আমি রচনা করিয়া থাকি অনন্তর আল্লার পক্ষ হইতে তোমরা আমার সম্বন্ধে কোন বস্তুর মালিক নহ। স্বরা আহকাফ্।

মন্তব্য।—রচনা করি নাই বলিলেই হইত তাহা না বলিয়া স্পষ্টরূপে রচনা করা স্বীকার করিয়াছেন।

অন্যান্য যাবতীয় জাতির আপন আপন ভাষায় কেতাব ছিল শুধু আরববাসীদের ছিল না তাহার দলীল।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ

مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ *

আমি কোন রছুল তাহার জাতির ভাষা ব্যতীত প্রেরণ করি নাই, এজন্য যে তাহাদিগের নিকট বর্ণনা করে. তৎপর আল্লা যাহাকে ইচ্ছা করেন পথ ভ্রান্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা করেন পথ প্রদর্শন করেন এবং তিনি শক্তিবান্ সুকৌশলী। এব্রাহিম সুরা।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ * فَيُضِلُّ اللَّهُ

مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ - (وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) *

আমি কোন পয়গম্বরকে তাহার স্বজাতীর (স্বদেশীর) ভাষায় ভিন্ন পাঠাই,

নাই এহেতু যে তাহাদের জন্য বয়ান করে, অনন্তর আল্লা যাহাকে ইচ্ছা পথহারা করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা হয় (ন্যায় ও সত্য) পথ দেখাইয়া থাকেন। সুরা এব্রাহিম।

মন্তব্য।—ইহা দ্বারা ভারতে ভারতবাসীর ভাষায় কেতাব নাজেল হওয়া স্বীকার করা হইয়াছে। ভারত ও খোদাতাল্লার এলাকা মধ্যে অবশ্যই তাহাদিগকে কেতাব দিয়াছেন।

وَسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا - اَجَعَلْنَا

مِنْ دُونِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُعْبَدُونَ *

এবং আমি তোমার পূর্ব্বে যাহাদিগকে পাঠাইয়াছি আমার সেই পয়গম্বর-দিগকে জিজ্ঞাসা কর, আল্লা ব্যতীত কি আমি (অন্য) মামুদ নির্দ্ধারণ করিয়াছি যে, পূজা করা যাইবে। সুরা জোখ্‌রুফ।

মন্তব্য।—পয়গম্বরদিগকে জিজ্ঞাসা কর অর্থ তাহাদের কেতাব পাঠ করা। হজরত মহম্মদ (আলা) অবশ্যই এই আয়েতের অনুসরণ করিয়াছেন অর্থাৎ অন্যান্য পয়গম্বরের কেতাব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

এই কোরাণ পূর্ব্ব পয়গম্বরদিগের কেতাব হইতে সংগ্রহ তাহার দলীল।

مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ - اِنَّ رَبَّكَ

لَذُو مَغْفِرَةٍ وَ ذُو عِقَابٍ اَلِيمٍ - وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا

فصلت اياته - ءاعجمي و عربي - قل هو للذين امنو هدای و شفاء ط *

(হে মহম্মদ) তোমার পূর্ব্বে পয়গম্বরদিগকে যাহা বলা হইয়াছে তোমাকে তাহাই বৈ বলা যাইতেছে না। সুরা হামীম ছেজদা।

মন্তব্য।—কোরাণের পূর্ব্বে যাহা ছিল ইহাতে তাহাই আছে নূতন কিছুই নাই। এই জন্যই কোরাণকে "মুবারক" বলা হয়।

"Quran is called "Mubarak" *i.e.* codifications of the laws and religions which existed before the Holy Prophet began to preach."

Quzi Abdulla, B.A.

মহম্মদ (আলা) ধর্ম্ম প্রচার করিবার পূর্ব্বে অন্যান্য দেশে যে সমস্ত আইন ও ধর্ম্ম ছিল সেই সমস্ত হইতে এই কোরাণ সঙ্কলন করা হয় এই জন্য ইহার (কোরাণের) নাম মুবারক।

و ما اتينهم من كتب يدرسونها وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير - وكذب الذين من قبلهم- وما بلغوا معشار ما اتينهم فكذبوا رسلي - فكيف كان نكير *

আমি তাহাদিগকে কেতাব সকল দেই নাই যে, তাহারা তাহা পড়িয়া থাকে ও তাহাদের নিকটে তোমার পূর্ব্বে কোন ভয় প্রদর্শক (ভয় দেখানে-ওয়ালা) পাঠাই নাই এবং যাহারা ইহাদের পূর্ব্বে ছিল তাহারাও মিথ্যা জানিয়াছিল, এবং আমি তাহাদিগকে যাহা দিয়াছিলাম ইহারা (মক্কাবাসীগণ) তাহার দশভাগের একভাগও পায় নাই। সুরা ছাবা।

মন্তব্য।—সকল দেশেই কোরাণ ছিল শুধু মক্কায় ছিল না এইজন্য মহম্মদ (আলা) তথায় ধর্ম্ম প্রচার করেন ও আরবি ভাষায় কেতাব রচনা করিয়া দেন।

অন্যান্য ভাষায় কোরাণ ছিল, আরববাসীদের বুঝিবার সুবিধার জন্য তাহাদের নিজ আরবি ভাষায় এই কোরাণ রচিত হয় তাহার দলীল।

ولو جعلنه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت ايته - ءاعجمي وعربي -

আর যদি আমি তাহাকে আজমি (আরবি ভিন্ন অন্য ভাষায়) কোরাণ করিতাম তাহা হইলে অবশ্য তাহার আয়েত সকল পৃথক পৃথক বর্ণনা করা হয় নাই (অর্থাৎ আমাদের ভাষায় কেন বর্ণনা করা হয় নাই যাহা আমরা বলি), কি আজমি (ভাষা) ও আরবী লোক? সুরা হামীম ছেজদা।

انا انزلنه قرانا عربيا لعلكم تعقلون *

বর্ণনাকারী কেতাবের (কোরাণের) এ আয়েত সকল, নিশ্চয় আমি তাহাকে আরবি কোরাণরূপে নাজেল করিয়াছি এ হেতু যে তোমরা বুঝিবে। সুরা ইউসফ।

انا جعلناه قرانا عربيا بعد عمر تعقلون

এবং নিশ্চয় আমি ইহাকে আরবি কোরাণ করিয়াছি যাহাতে তোমরা বুঝ। সুরা জোখরফ।

মন্তব্য।—অন্যান্য ভাষায় কোরাণ ছিল। আরববাসীদের বুঝিবার সুবিধার জন্য আরবি ভাষায় রচনা করিয়াছেন।

وَهٰذَا كِتَابٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ - اَنْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ص وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ - اَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّآ اَهْدٰى مِنْهُمْ

এবং এই কেতাব (কোরাণ) ইহাকে আমি উন্নত সহ নাজেল করিয়াছি অতএব ইহার পয়রবি কর এবং পরহেজগারি কর ভরসা যে তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হইবে, এরূপ না হয় যে, তোমরা বল, আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী দুই দলের প্রতি ভিন্ন কেতাব নাজেল হয় নাই, এবং নিশ্চয় তাহাদের পড়িবার বিষয়ে আমরা অবশ্য গাফেল (বেখবর) ছিলাম (এই কেতাব নাজেল হইবার কারণ এই যে, পরিণামে যেন তোমাদের কোন আপত্তি করিবার পথ না থাকে), অথবা তোমরা বলিবে যদি আমাদের প্রতি কেতাব নাজেল হইত তবে অবশ্য আমরা তাহাদের অপেক্ষা অধিক সৎপথ প্রাপ্ত হইতাম। সুরা আনয়াম।

মন্তব্য।—আরবি ভাষায় কোরাণ না থাকায় পূর্ব্ব কোরাণ হইতে ইহা সংগ্রহ, পুনঃ পুনঃ একই কথা বেহাজত খোদা কেনই বা বলিবেন এ সম্বন্ধে অনেক বলা হইয়াছে এই জন্য এখানে বিশেষ আলোচনা অনাবশ্যক।

পয়গম্বর নিজে কোরাণ রচনা করিয়া কেন খোদার কালাম বলিতেন তাহার দলীল।

لَا يَزَالُ عَبْدِى الْمُؤْمِنُ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اُحِبَّهُ

فاذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به و بصره الذى يبصر به

ويده التى يبطش بها و لسانه التى ينطق بها و رجله التى يمشى بها

দয়াময় আল্লা বলিতেছেন—"আমার যে বান্দা নোয়াফিল দ্বারা আমার সামিপ্য লাভ করে সে অমর হয়; এবং তাহাকে আমি দোস্ত করি। এবং আমার দোস্ত হওয়ার পর আমি তাহার কাণ হই যাহা দ্বারা সে শুনে, আমি তাহার চক্ষু হই যাহা দ্বারা সে দেখে, আমি তাহার হাত হই যাহা দ্বারা সে ধরে, আমি তাহার জিহ্বা হই যাহা দ্বারা সে বলে, আমি তাহার পা হই, যাহা দ্বারা সে চলে।" হাদিছ কুদছি।

বেদান্ত বিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্‌যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে॥

পরন্তু যাঁহাদিগের বেদান্তজনিত বিজ্ঞান দ্বারা পরমার্থ সুনিশ্চিত হইয়াছে, যাঁহারা সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগস্বরূপ সন্ন্যাস-যোগে অর্থাৎ কেবল ব্রহ্মনিষ্ঠারূপ যোগে যত্নশীল এবং সন্ন্যাস-যোগ দ্বারা যাঁহাদের অন্তকরণ বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারা জীবিত থাকিয়াই ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া পরিমুক্ত হয়েন।

মন্তব্য—মহম্মদ (আলা) নোয়াফিল দ্বারা আল্লার দোস্ত হইয়াছিলেন ও স্বয়ং ফনাফিল্লা ছিলেন। চল্লিশ বৎসর পর্ব্বত-গুহায় আল্লার আরাধনা করিয়া আল্লার স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন; ঐরূপ স্বরূপতা প্রাপ্ত হইবার পর তিনি নিজেকে "আনা আহাম্মদ বেলা মিম" অর্থাৎ মিম বাদে আমি আহাদ বলিয়া পরিচয় দিতেন। উপরোক্ত কারণে কোরাণ তাঁহার নিজের

সংগ্রহ ও রচিত সত্ত্বেও খোদার কালাম বলিয়াছেন। পরবর্ত্তী আয়াত দ্বারা স্পষ্টরূপে জানা যায় মহম্মদ (আলা) নিজে জেহাদ করিয়াছিলেন সকলেই পরিজ্ঞাত আছেন অথচ উক্ত জেহাদ তিনি নিজে করেন নাই আল্লা করিয়াছেন এইরূপ দাবী করিয়াছেন সেইরূপ কোরাণ নিজে রচনা করিয়াও আল্লার রচিত বলিয়া দাবী করিয়াছেন।

فلم تقتلو هم ولكن الله قتلهم ص وما رميت إذ رميت
ولكن الله رمى ج

পরন্তু তোমরা তাহাদিগকে বিনাশ কর নাই কিন্তু আল্লা তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছেন, এবং তুমি (শত্রুর চক্ষে কাঁকর) নিক্ষেপ কর নাই যখন তুমি নিক্ষেপ করিয়াছিলে কিন্তু আল্লা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সুরা আনফাল।

মন্তব্য—মহম্মদ (আলা) স্বয়ং জেহাদ করিয়াছেন অথচ খোদা করিয়াছেন এরূপ বলিতেছেন সেইরূপ কোরাণ স্বয়ং সংগ্রহ ও রচনা করিয়া খোদার কালাম বলিয়াছেন। এইরূপ বলিবার কারণ এই:—"যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" অর্থাৎ আমি কোন কিছুর কর্ত্তা নয়। ভগবান যাহা করাণ তাহাই করি, ভগবান নিজেই সব করেন, জীব নিমিত্ত মাত্র। হজরত মহম্মদ ফনা ফিল্লা ছিলেন। সেই জন্য তিনি যাহা কিছু বলিতেন, যাহা কিছু করিতেন তৎসমুদায় খোদা বলিয়াছেন ও করিয়াছেন এরূপ বলিতেন।

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ

مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ع

আল্লা অতি উত্তম কথা নাজেল করিয়াছেন (অর্থাৎ এমন) কেতাব যে, তাহার এক অংশ অন্য অংশের মতন বারবার বলা হইয়াছে, যাহারা আপন পালনকারীকে ভয় করে তাহাতে তাহাদের চামড়ার উপর পশম শিহরিয়া উঠে। স্থরা জোমর।

মন্তব্য—আরববাসীগণ অতিশয় মূর্খ ছিল সেজন্য তাহাদিগের নিকট শুধু ভয়ের কথা ভিন্ন জ্ঞানের কথা বলেন নাই। তবে সংক্ষেপে সারতত্ত্ব বলিয়াছেন ও সেইজন্য সকলকে কোরাণে ফেকের ও চিন্তা করিতে বলিয়াছেন ও কোরাণ যে বুদ্ধিমান লোকের জন্য তাহাও বলিয়াছেন অর্থাৎ বুদ্ধিমান ব্যক্তি অন্ধ বিশ্বাস না করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইবে ও মূর্খেরা ভয় হেতু সৎপথে আসিবে।

اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ط

"হক ও নাহক জুদা যে হয় কথায়।
কোরাণ তাহার নাম কোরাণে বুঝায়॥"

৩০ পারা।

মন্তব্য—কোনটী ন্যায় ও কোনটী অন্যায় যে বাক্য দ্বারা নিরূপিত হয় তাহার নাম কোরাণ। অতএব আরবি ভিন্ন অন্যান্য ভাষায় এরূপ কোটী কোটী কোরাণ বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতেই ছিল।

আসল কোরাণ কোথায় আছে তাহার দলিল।

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

"এক্ষণে আকেল তুমি বোঝ নামদার।
পাক ছোয়া ছুতে মানা কোরাণ আল্লার॥
যে কোরাণ পুসিদাতে লিখা হামেশায়।
না ছোয় না পাকে তাহা ফরমায় খোদায়॥
লওহ মাহফুজের বিচে আছে হামেশায়।
দিলাম লিখিয়া ভেদ বুঝ ইসারায়॥"

মানবদেহ লওহ মাহফুজ ইহাতে আসল কোরাণ আছে। কোনটী ন্যায় ও কোনটী অন্যায় যাহা দ্বারা জানা যায়, তাহার নাম কোরাণ। প্রত্যেক মানবদেহে বিবেকরূপী কোরাণ আছে। বিবেক সর্ব্বদাই অন্যায়কার্য্যে বাধা দিতেছে ও ন্যায়কার্য্যে অনুমোদন করিতেছে। ঐ বিবেকরূপী কোরাণের উপর যিনি ইমান আনিয়াছেন অর্থাৎ বিবেকের আদেশ মত চলিতেছেন তিনিই ইমানদার।

মেরাজের প্রকৃত ব্যাখ্যা।

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى

الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ط

তিনি পাক (পবিত্র) যিনি একরাত্রে আপন বান্দাকে (মহম্মদকে)

মছজেদল হারাম (মক্কা) হইতে মছজেদল আক্‌ছা (বয়তল মোকাদ্দেছ) পর্য্যন্ত যাহার (যে মছজেদ আক্‌ছার) চারিপাশে আমি বরকত দিয়াছি লইয়া গিয়াছিলেন এ হেতু যে, আপন নিশানি সকল হইতে (কিছু) তাহাকে দেখাইবেন। স্থরা বানি এস্রাইল।

মন্তব্য।—মেরাজ সম্বন্ধে এই আয়েত ভিন্ন বেশী কিছু কোরাণে নাই।

মেরাজ ব্যাখ্যা।

মেরাজ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্প প্রচলিত আছে।

হজরত মহম্মদ (আলা) একদিন মহজেদল হারাম হইতে বয়তল মোকাদ্দেছে নীত হয়েন ও তথা হইতে বোরাকে আরোহণ করিয়া শূন্যমার্গে চলিয়া যান এবং বেহেস্তের নিকটে অন্যযানে আরোহণ করিয়া বেহেস্তের দ্বারদেশে উপস্থিত হন। তথায় একটী শের (বাঘ) দরজা আটকাইয়া আছে দেখিতে পান। দরজা অতিক্রম করিতে সাহসী না হইয়া আল্লাকে স্মরণ করেন। তখন আদেশ হয়, বাঘ আল্লার দোস্তের নিকট পুরষ্কার পাইবার আশায় অপেক্ষা করিতেছে মহম্মদ (আলা) পকেট হইতে একখানি রুমাল যাহাতে আলির হাতের আংটী বাঁধা ছিল—বাঘকে পুরষ্কার স্বরূপ দিয়াছিলেন। তৎপর তিনি বেহেস্তে প্রবেশ করেন। পরদার আড়াল হইতে আল্লা তাঁহার সহিত কথপোকথন করিয়াছিলেন ও পরস্পর হাত মোছাফা করিয়া-

ছিলেন, পরে বেহেস্তে খানা খাওয়ার পর বেহেস্তবাসী ও দোজখ বাসীদের অবস্থা দেখিয়া নিজের বাড়ীতেই ফিরিয়া আসিলেন। এবং এই ঘটনাতে বার বৎসরকাল অতিবাহিত হয় কিন্তু বাড়ীতে আসিয়া দেখিলেন তাঁহার বিছানা গরম আছে এবং তিনি অজু করিয়াছিলেন তাহার পাণি তখনও গড়াইয়া যাইতেছে এবং দরজার শিকল তখনও দুলিতেছে অর্থাৎ ঐ বার বৎসরকাল একমুহূর্ত্তে অতিবাহিত হইয়াছে অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীরে এই সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, স্থূল শরীরে নহে।

হজরত মহম্মদ (আলা) এই ঘটনা জনসমাজে প্রকাশ করিলে জনৈক ইহুদী উক্ত ঘটনা অসম্ভব বলিয়া প্রকাশ করেন ও উক্ত ঘটনা অবিশ্বাস করেন। উক্ত ইহুদী একদিন নদীতে স্নান করিবার সময় দেখিতে পাইল ডুব দিবামাত্র সে স্ত্রীরূপে পরিণত হইল। জনৈক সওদাগর তাহাকে নৌকায় তুলিয়া লইয়া গেল ও বিবাহ করিল, সন্তানাদি হইল, ১২ বৎসরকাল অতীত হইল পুনরায় নদীতে ডুব দিল ও পূর্ব্ববৎ পুরুষ হইল, নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল, আসিয়া দেখিল তাহার স্ত্রীকে যে মাছ কুটিতে দিয়াছে, তাহা জীবিতাবস্থায় আছে, এই উভয় ঘটনাদ্বারা সূক্ষ্ম শরীরে অর্থাৎ চিত্তের দ্বারা যেমন আমরা সাধারণতঃ নানারূপ আকাশ-কুসুম দেখিতে পাই এবং নানারূপ সুখ শান্তি, দেশ ভ্রমণ, বিবাহ ইত্যাদি কল্পনা দ্বারা মনে মনে ভোগ করি, ইহাও তাহাই। সাধারণ লোকে সর্ব্বদা বিষয় চিন্তা করার জন্য সাংসারিক সুখ দুঃখের ঘটনা দেখে। মহম্মদ (আলা) সর্ব্বদা আল্লার, বেহেস্তের ও দোজখের চিন্তা করিতেন ও ঐ

সমস্ত বিষয় আলোচনা করিতেন এই জন্য ঐরূপ ঘটনা মন দ্বারা দেখিয়াছিলেন। কেয়ামতের পূর্ব্বে বেহেস্তে এবং দোজখে (কোরাণের ভ্রম ব্যাখ্যা মতে) কেহই ত যায় নাই, রূহুগণ ইল্লিন, সিজ্জিন নামক স্থানে আছে, এরূপ অবস্থায় মহম্মদ (আলা) বেহেস্তে এবং দোজখে কাহাকে দেখিলেন? ইহা কল্পনা নহে কি?

প্রকৃত মেরাজের বৃত্তান্ত কোথা হইতে আসিয়াছে ও তাহার প্রকৃত ভাবার্থ কি পরে দেওয়া হইল।

ভগবান্—মায়া কি প্রকার দুরত্যয়া অগ্রে তাহা শ্রবণ কর ঃ—

পদার্থরথমারূঢ়া ভাবনৈষা বলান্বিতা।
আক্রামতি মনঃক্ষিপ্রং বিহঙ্গং বাগুরা যথা॥

১১৩।৪৭ যোঃ উং।

এই মহাপরাক্রমশালিনী বাসনারূপিণী মায়া, বিষয় রথে আরোহণ করতঃ বাগুরা দ্বারা বিহগ-আক্রমণের ন্যায় চিত্তকে আক্রমণ করিয়া থাকে। গাধী-ব্রাহ্মণ জলে ডুবিয়া অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিতেছেন, সহসা মায়া তাহার চিত্তকে আক্রমণ করিল। তিনি মন্ত্র ভুলিয়া গিয়া জলমধ্যে থাকিয়াই দেখিতেছেন—তিনি মরিলেন, মরিয়া চণ্ডাল হইলেন, চণ্ডালিনী বিবাহ করিলেন, পুত্র কন্যাদি হইল, সেই চণ্ডালপল্লীতে দুর্ভিক্ষ হইল। পরে গ্রামত্যাগ, কীর দেশের রাজা হওয়া, ১২ বৎসর রাজ্য করা, চণ্ডাল বলিয়া রাজ্যে প্রচার হইলে অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ চেষ্টায় গাধী জল হইতে উঠিলেন। ক্ষণকালের মধ্যে গাধীর চিত্তে

চণ্ডালসংক্রান্ত এতগুলি ঘটনা প্রবাহিত হইল। সূক্ষ্মশরীরে এই সমস্তই ভোগ হইল—যদিও সেই সময়ে স্থূল শরীরটা জলমধ্যে নিমজ্জিত ছিল। গাধি আবার স্থূলশরীরে—সূক্ষ্মশরীরের ভোগ-স্থান ও কার্য্য সমস্ত সত্য সত্য দেখিলেন। যতই মনে মনে ভাবেন ও সমস্ত মিথ্যা, ততই পুনঃ পুনঃ আলোচনা জন্য ভ্রম দৃঢ় হইয়া যাইতে লাগিল। ভুলকে ভুলিতে চেষ্টা করিলেই, পুনঃ পুনঃ চিন্তা জন্য তাহার চিত্তের উপর বিশেষরূপে অঙ্কিত হইয়া যায়। এই জন্যই বলা হয়—মায়া দুরত্যয়া।

মন্তব্য।—অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়া। উপরোক্ত গল্পদ্বারা মেরাজ বুঝিবেন এবং ইহুদির গল্প কোন গল্প হইতে সংগ্রহ তাহাও দেখিবেন। এই গল্প ত্রেতাযুগের।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۚ

বল, আল্লা এক, আল্লা অভাবশূন্য (বেহাজত), তিনি জন্ম দেন নাই, তাঁহাকে জন্ম দেওয়া হয় নাই (তিনি জাত নন) এবং কেহই তাঁহার তুল্য নহে। এখলাছ সুরা।

মন্তব্য।—কোরাণ বাস্তবিক যদি খোদার কালাম হয়, তাহা হইলে কোরাণের খোদা বেহাজত নন। তাঁহার বান্দার প্রয়োজন জন্যই এত পরিশ্রম করিয়া কোরাণ পাঠান, ভবিষ্যতে তাহারা অন্যের দিকে না যায় এই জন্য তিনি নানা শাস্তির ভয় দেখাইয়া-ছেন। ঐ খোদা বেহাজত সত্য, কোরাণে পুনঃ পুনঃ যে সমস্ত

ভয়ের কথা লিখিত আছে, ঐ সমস্ত কথা লোকদিগকে সৎপথে আনার জন্য মহম্মদের (আলার) নিজের উক্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। বন্দেগীর জন্য জেন ও এনছান পয়দা করিয়াছি, এ কথা বলিলে খোদার অভাব আছে ইহা বুঝা যায়, এবং বান্দারও প্রয়োজন আছে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবেই তিনি বেহাজত তাঁহার বান্দার কোনই প্রয়োজন নাই। বান্দা সম্বন্ধে উক্তি খোদার নহে, উহা মহম্মদের (আলার) নিজের উক্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নয়।

ময়াঽধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় ! জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥ গীতা।

আমার অধিষ্ঠান বশতঃই প্রকৃতি চরাচর সহিত এই জগৎ প্রসব করে। হে কৌন্তেয় ! এই হেতুই জগৎ নানরূপে বারম্বার উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অর্জ্জুন—সৃষ্টিকরা এবং উদাসীনভাবে থাকা কি পরস্পর বিরোধী নহে।

ভগবান্—আমি কিছুই করি না। তবে যে বলিতেছি, সৃষ্টি করি—তুমি ইহার অর্থ স্থূলভাবে বুঝিও না। আমার অধ্যক্ষতায় আমার অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়া অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিতেছে। আমি সাক্ষীস্বরূপ। শ্রুতিও বলেন "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্ব-ভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিগুর্ণশ্চ॥" এক দেবতা সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্নরূপে সর্ব্বব্যাপী হইয়া, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মারূপে

আছেন। (তিনি আছেন বলিয়া সর্ব্বভূত আত্মবাণ)। সকল কর্ম্মের অধ্যক্ষ তিনি, সর্ব্বভূতের অধিবাস তিনি, সাক্ষী, চেতয়িতা, কেবল (সর্ব্বোপাধিশূন্য) ও নিগু´ণ। প্রকৃতিই গড়িতেছে, ভাঙ্গিতেছে, ভগবান নির্লিপ্ত দ্রষ্টাস্বরূপ। কিন্তু তাঁহার উপস্থিত থাকা চাই নতুবা প্রকৃতির কোন শক্তি থাকে না। এজন্য বলা হয় আমিই সৃষ্টি করিতেছি, অথচ উদাসীন। ইহাতে বিরোধ কি? রাজা উদাসীন হইয়া সিংহাসনে বসিয়া আছেন, কিন্তু তাহার একটী মহিমা মন্ত্রিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রাজ্য চালাইতেছে সেইরূপ।

মনোময়ী স্পন্দশক্তি পরম আত্মার।
চিরদিন অভিহিত নামেতে মায়ার॥
পবন পবনস্পন্দ উষ্ণতা অনল।
একই পদার্থ দেখ হয় এ সকল॥
মায়া ও পরমব্রহ্ম অভিন্ন সেরূপ।
যাহার শক্তিতে বিশ্ব ধরে নিজরূপ॥

مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِى ج وَمَنْ يُضْلِلْ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ * وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ * لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا * وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا * وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ط اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ط اُولٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ *

যাহাকে আল্লা পথ দেখান অনন্তর সেই পথ পায়, আর যাহাকে পথহারা করেন সেই সকল লোক তাহারাই ক্ষতিপ্রাপ্ত হয়। এবং সত্য সত্যই আমি দোজখের জন্য অনেক মানুষ ও জেন সৃষ্টি (পয়দা) করিয়াছি, তাহাদের জন্য দেল (অন্তঃকরণ) আছে, তাহা দ্বারা তাহারা বুঝিতে পারে না, এবং তাহাদের জন্য চক্ষু আছে, তাহারা তাহা দ্বারা দেখিতে পায় না, এবং তাহাদের জন্য কাণ আছে, তাহা দ্বারা তাঁহারা শুনিতে পায় না, এই সমস্ত লোক চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় বরং তাহারা তদপেক্ষা অধিক পথহারা। সুরা অউরাফ।

মন্তব্য।—এই আয়াতদ্বারা স্পষ্টই দেখা যায়, জীবের কোনই স্বাধীনতা নাই। দোজখের জন্য যাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারা বেহেস্তে যাইতে কখনই সক্ষম নহে। কোরাণে যে সমস্ত পুরস্কার ও শাস্তির কথা উল্লেখ আছে, তাহা সমাজের শাসন জন্য ও জীবকে সৎপথে লওয়ার জন্য অন্যথা সমাজ চলিতে পারে না, লোক উচ্ছৃঙ্খল হইবে।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ তস্যৈব আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্। কঠ ১।২।২৩।

যাঁহাকে তিনি বরণ করেন, সেই তাহাকে লাভ করে। তাহারই নিকট পরমাত্মা আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন।

যৎ বৈ তৎ সুকৃতং ; রসো বৈ সঃ। তৈতি ২।৭।

জগৎ তাঁহার বিভাবমাত্র (self-manifestation) (জাহেরা-খোদা) ; তিনি রসস্বরূপ।

مَنْ يَّشَا اللّٰهُ يُضْلِلْهُ ط وَمَنْ يَّشَأْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

আল্লা যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে গোমরাহা করিয়া থাকেন, এবং যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে সরল পথে স্থাপন করেন। সুরা আনায়াম।

এষ হ্যেবৈনং সাধুকর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্য লোকেভ্য
উন্নিনীষতে।

এব উ এবৈনম্ অসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে॥
কৌষীতকী।

"যে জীবকে তিনি এ সকল লোকহইতে ঊর্দ্ধে লইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে তিনি সাধুকর্ম্ম করান; আর যাহাকে অধে লইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে তিনি অসাধুকর্ম্ম করান"।
(রৌদসুরার আয়াত দ্রষ্টব্য)।

কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ। শ্বেত ৬।১১।

তিনি কর্ম্মের অধ্যক্ষ, ভূতের আশ্রয়।

ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং। শ্বেত ৬।৬।

তিনিই অন্তর্যামীরূপে জীবকে প্রেরণা করেন।

وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ط إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ *

নিশ্চয় আল্লা জগদ্বাসী হইতে নিরাবশ্যক (অর্থাৎ তিনি কোন জিনিসের বা কোন ব্যক্তির মহতাজ নয়,) জেন, এনছান ফেরেস্তার আবশ্যক তাঁহার নাই, তাহাদের এবাদতের ও তাঁহার দরকার নাই। তাহারা তাবেদারি করিয়া তাঁহার কিছু ইষ্ট করিতে পারে না এবং না ফরমাণি ও গোনা করিয়া কোন অনিষ্ট করিতেও পারে না, তাহাতে তাহাদের নিজেদেরই ইষ্ট ও অনিষ্ট হয় মাত্র। সুরা আনকবুত।

যথাকাশ স্থিতো নিত্যং বায়ুঃসর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥

সর্ব্বত্র গমনশীল এবং মহান্ বায়ু যেমন নিত্য আকাশে অবস্থিত, সেইরূপ সমস্ত ভূত আমাতে অবস্থিতি করিতেছে, ইহা জানিও। অর্থাৎ—বায়ু যেমন আকাশে স্থিত কিন্তু আকাশের সহিত বায়ুর সংশ্লেষ হয় না, আকাশাদিও সেইরূপ আমাতে স্থিত। আমি কিন্তু অসঙ্গ। অসঙ্গ আমি, আমাতে কিছুই স্থিত নহে। আরও একটা কথা লক্ষ্য কর, বায়ু ও আকাশ উভয়েই অবলম্বন শূন্য। কেবল আমার সঙ্কল্পই উহাকে ধরিয়া থাকে। আমি বলিতেছি, আমাতে সর্ব্বভূত থাকিলেও আমার সহিত ইহাদের কোন সংশ্লেষ্য হয় না। কারণ আমি অসঙ্গ।

স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা আনন্দোঽজরোঽমৃতঃ।
ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ নো এবাসাধুনা কর্ম্মণা কনীয়ান্॥
কৌষী ৩।৮।

তিনি প্রাণ, তিনি প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দ, অজর, অমৃত। সাধু-কর্ম্মদ্বারা তাঁহার উপচয় হয় না, অসাধু কর্ম্মদ্বারা তাঁহার অপচয় হয় না।

সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্য ঈশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ। স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ নো এবাসাধুনা কনীয়ান্ এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূত-পাল এষ ভূতাপতিরেষ, বিধরণে এষাং লোকানামসত্তে-দায়। বৃহ ৪।৫।২২।

তিনি সকলের বশী, সকলের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি।

সাধুকর্ম্মদ্বারা তাঁহার উপচয় হয় না, অসাধুকর্ম্মদ্বারা তাঁহার অপচয় হয় না। তিনি সর্ব্বেশ্বর, তিনি ভূতপাল, তিনি লোকসমূহের বিভাজক ধারক সেতু।

মন্তব্য।—হিন্দুশাস্ত্রে যে স্বর্গ ও নরক বর্ণনা আছে উহা মূলে সত্য নয়, লোকদিগকে সৎপথে লইবার জন্য ও অসৎপথ হইতে নিবৃত্ত করার জন্য শাস্ত্রকারেরা নানারূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কোরাণেও তাই; স্বর্গ ও নরক থাকিতেই পারে না, হজরত মহম্মদ (আলা) আরবের মূর্খদিগকে সৎপথে আনার জন্য বহুপ্রকার ভয় পুনঃ পুনঃ দেখাইয়াছেন ও নানারূপ আরামের জিনিষ বেহেস্তে পাওয়া যাইবে, তাহার প্রলোভন দিয়াছেন।

দেহ হইতে নিঃসরিত হয় যবে জীব।
ইন্দ্রিয় সকল হয় ব্যাপার রহিত॥
ভোগের নিবৃত্তি তার হয় সেইক্ষণে।
স্মৃতির সাহায্যে পুনঃ ভুঞ্জে মনে মনে॥
স্বর্গ ও নরক ভোগ হয় এইরূপ।
নিজকৃত পূর্ব্বকর্ম্ম ফল অনুরূপ॥

গজল।

"বেহেস্ত দোজখকথা, আমি উদ্দেশ না পাই।
বিনা দেহে হর্ষ আর বিষাদ ত নাই॥
নিরাকার কৌশলেতে, আসিয়াছে আকারেতে,
যাবে নিরাকারে অন্তে আর কিছু রবে নাই।

খাকেতে খাক মিশাইলে, আবেতে খাক ঘুলাইলে,
আতশে আব জালাইলে, বাদে আব লিবে ওড়াই॥
বাদ ফাণা রূহে হবে, রূহ নিরাকারে হবে,
সেই নিরাকার রবে, আর কিছু রবে নাই।
যত জমা ব্যয় যদি, হয় তত নিরবধি,
বাকি ও ফাজিল আদি, কিছু তবে হয় নাই।
আবছুল রহিম বলে, মুরসিদ কদমতলে,
দেহ ধন লুটাইলে, নিউদ্দেশে রবে নাই॥"

সাহ আবছুর রহিম।

আলেফ লাম মিম—প্রথমতঃ আল্লা তাঁহা হইতে রুহু, রুহু হইতে সৃষ্টি। সৃষ্টি পঞ্চভূতে পরিণত হইবে, পঞ্চভূত রুহেতে লয় হইবে, রুহু আল্লাতে লয় হইবে, এই জন্য আখেরে একমাত্র আল্লাই থাকিবেন। এক আল্লা ভিন্ন আর সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ, জেন, এনসান প্রভৃতি মিথ্যা, অনিত্য, ধ্বংসশীল এই জন্যই "লা মজুদা ইল্লালা" ইহাকে পাক কালাম বলা হয়। অর্থ আল্লাই একমাত্র নিত্য বস্তু, তদভিন্ন সমুদায় ধ্বংসশীল এইটী বুঝাই প্রকৃত জ্ঞান।

আউলে খোদা, আখেরে খোদা মাঝখানে কি? কেয়ামতের দিন সব চিজ ফানা হইয়া কেবল খোদার মুখ (জাত) থাকিবে, জিজ্ঞাসা করি বেহেস্তে ও দোজকে কে যাইবে? এক খোদা ভিন্ন কিছু ত থাকিবে না!

আলেফ লাম মিম ঃ—মিম সৃষ্ট-পদার্থ কি? অনুধাবন করিলে দেখা যায় উহার মূল রুহু। রুহু কি খোদার নূর অর্থাৎ খোদা।

সমস্তই মূলে খোদা, ইহাই একত্ব জ্ঞান ইসলাম। আনাল হক্ ব্যাখ্যাতে খোলাসা আছে।

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ ط

তিনিই সর্ব্বপ্রথম (আদি) ও তিনি সর্ব্বপশ্চাৎ (অন্ত) এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রকাশ ও সর্ব্বাপেক্ষা গুপ্ত। স্থুরা হাদিদ।

যতো বিশ্বং সমুদ্ভূতং যেন জাতঞ্চ তিষ্ঠতি।
যস্মিন্ সর্ব্বাণি গীয়ন্তে জ্ঞেয়ং তদ্‌ব্রহ্ম লক্ষণৈঃ॥

যাঁহা (আউলে খোদা) হইতে এই বিশ্ব (জাহেরা খোদা) উৎপন্ন হইয়াছে, জাত বিশ্ব যাঁহাতে অবস্থান করিতেছে (বাতুনে খোদা) এবং প্রলয়কালে এই চরাচর জগৎ যাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয় (আখেরে খোদা), সেই ব্রহ্ম এই তটস্থ লক্ষণ অর্থাৎ সাধন-দ্বারা বেদ্য হন।

অকারেণ জগৎপাতা সংহর্ত্তা স্যাদুকারতঃ।
মকারেণ জগৎস্রষ্টা প্রণবার্থ উদাহৃতঃ॥
সচ্ছব্দেন সদা স্থায়ি চিচ্চৈতন্যং প্রকীর্ত্তিতম্!
একমেদ্বৈত মীশানি বৃহত্বাদ্ ব্রহ্মগীয়তে॥

অ, উ, ম এই তিন বর্ণ মিলিত হইয়া ওঁ এই মন্ত্র হইয়াছে। অকারের অর্থ জগৎ রক্ষাকর্ত্তা, উকারের অর্থ জগৎ সংহারকর্ত্তা, মকারের অর্থ জগৎ সৃষ্টিকর্ত্তা—প্রণবের এই অর্থ কথিত হইল। "সৎ" শব্দার্থ সদা বিদ্যমান, "চিৎ" শব্দার্থ চৈতন্য "এক" শব্দের অর্থ অদ্বৈত। হে ঈশানি! বৃহত্ব হেতু ব্রহ্ম (আকবর) বলিয়া কথিত। "ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম" মূলমন্ত্রঃ।

অস্মিন্ ধৰ্ম্মে মহেশিস্যাৎ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পরোপকার নিরতো নির্ব্বিকারঃ সদাশয়ঃ॥
মাৎসর্য্যহীনোঽদম্ভী চ দয়াবান্ শুদ্ধ মানসঃ।
মাতাপিত্রোঃ প্রীতিকারী তয়োঃ সেবন তৎপরঃ॥
ব্রহ্ম শ্রোতা ব্রহ্মমন্তা ব্রহ্মন্বেষণ মানসঃ।
যতাত্মা দৃঢ়বুদ্ধিঃ স্যাৎ সাক্ষাৎ ব্রহ্মেতিভাবয়ন্॥
ন মিথ্যাভাষণং কুর্য্যান্ন পরানিষ্ট চিন্তনম্॥
পরস্ত্রী গমণঞ্চৈব ব্রহ্মমন্ত্রী বিবর্জ্জয়েৎ॥
তৎসদিতি বদেদ্দেবি প্রারম্ভে সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
ব্রহ্মার্পণমস্তু বাক্যং পান ভোজন কর্ম্মণোঃ॥
যেনোপায়েন মর্ত্তানাং লোকযাত্রা প্রসিদ্ধ্যতি।
তদেব কার্য্যং ব্রহ্মজ্ঞৈরিদং ধৰ্ম্মং সনাতনম্॥

এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইলে সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরোপকারপরায়ণ, নির্ব্বিকারচিত্ত ও সদাশয় হইতে হয়। ব্রহ্ম নিষ্ঠ ব্যক্তি মাৎসর্য্য বিহীন, দম্ভরহিত, দয়ালু, বিশুদ্ধহৃদয়, মাতা পিতার প্রিয়কারী ও মাতাপিতার সেবায় তৎপর হইবেন। তিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্য শ্রবণ করিবেন, ব্রহ্মচিন্তা করিবেন ও সর্ব্বদা ব্রহ্মের অনুসন্ধান করিবেন। তিনি সর্ব্বদা সংযতচিত্ত ও দৃঢ়বুদ্ধি হইবেন। তিনি সর্ব্বদা "ব্রহ্ম সাক্ষাৎ" ইহা ভাবনা করিবেন। তিনি কখন মিথ্যা কহিবেন না, পরের অনিষ্ট করিবেন না। ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তি পরস্ত্রী গমন করিবেন না। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সকল কর্ম্মের আরম্ভে "তৎসৎ" এই বাক্য উচ্চারণ

করিবেন। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পান ভোজন প্রভৃতি সমুদায় কর্ম্মে "ব্রহ্মার্পণমস্তু" (ব্রহ্মেতে অর্পিত হউক) এই বাক্য বলিবেন। যে উপায় দ্বারা, মনুষ্য সকলের উত্তমরূপে লোক যাত্রা নির্ব্বাহ হয় ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি তাহাই করিবেন। ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।

আত্মশুদ্ধি।

তস্‌কিয়াই নফ্‌স্‌ আত্মশুদ্ধি বলে যারে।
তাহার বর্ণন এবে শুনাই তোমারে॥
সৃষ্ট পদার্থে সত্যতা করিবে বর্জ্জন।
ধন তৃষ্ণা, ক্রোধ আর অসত্য বচন॥
পরনিন্দা, পরহিংসা, দ্বেষ ও নীচতা।
প্রতিহিংসা, অহঙ্কার আর কপটতা॥
তালিমি নফসের কথা তোমারে জানাই।
আত্মার উন্নতি হেতু পালিবে সদাই॥
সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, ধৈর্য্য ও নম্রতা।
খোদায় বিশ্বাস, জ্ঞান আর কৃতজ্ঞতা॥
সর্ব্ব অবস্থাতে সদা সন্তুষ্ট থাকিবে।
অটল মতিতে খোদার আদেশ পালিবে॥

যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং খোদাতালার জেকেরে (আলোচনায়,) যাহাদের অন্তর সুখানুভব করে, অবগত হও খোদাতালার জেকেরে আত্মা সকল সুখী হইয়া থাকে। সুর রায়াদ। পরিশিষ্ট ১ আঃ দেখ।

মন্তব্য—নামাজ, জাকাত, জেকের, রোজা, হজ ইত্যাদী দ্বারা বেহেস্ত লাভ হয় না, এই সমস্ত দ্বারা এই দুঃখময় সংসারে মনে শান্তি আসে।

"বোথারি মোছলেমের ছহি হান হতে॥ তকদিরের বাবে লেখে ছাহেব মেস্কাতে * হাদিছের ভাব এহি শোন নামদার॥ কোন লোক যাইবেক বেহেস্ত মাঝার * দোজকের কাজ কিন্তু করে হামেসায়॥ আখেরে বেহেস্তে যাবে হাদিছের রায় * আর কোন লোক যাবে দোজখ বিচেতে॥ জিন্দিগা কাটায় কিন্তু নেক আমলেতে * আখরে দোজকে যাবে সকসোবা নাই॥ ছহি মোজকুরাণে মেলে দলিল এয়ছাই * নজর করিয়া তুমি দেখ নামদার॥ হয়রাণীর হাল কেয়ছা কুদরত আল্লার *" সাহা আবদুর রহিম পরিশিষ্ট ২ আঃ দেখ।

"আমি কর্ত্তা নহি কোন বস্তু মোর নয়।
এরূপ জ্ঞানেতে কর্ম্মফল হয় ক্ষয়॥
এইরূপে কর্ম্মফল হয় যদি ক্ষয়।
মুক্ত জীব দেহে বদ্ধ কভু নাহি হয়॥"
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
সর্ব্বং মদর্পণং কৃত্বা মোক্ষয়ে কর্ম্মবন্ধনাৎ॥

যদি তুমি সৎ ও অসৎ কর্ম্মের দায় হইতে মুক্তি ইচ্ছা কর তাহা হইলে যাহা কিছু কর, যাহা কিছু ভোজন কর, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, তৎসমস্তই আমাকে অর্পণ করিবে।

ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।
সত্যমেকং পরংব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখী ভবেৎ ॥
বিহায় নাম রূপাণি নিত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে।
পরিনিশ্চিততত্ত্বো যঃ স মুক্ত কর্ম্মবন্ধণাৎ ॥
ন মুক্তির্জ্জপনাদ্ধোমাদুপবাসশতৈরপি।
ব্রহ্মৈবাহমিতিজ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ ॥

ব্রহ্ম অবধি তৃণ পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ মায়া দ্বারা কল্পিত এবং মিথ্যা, এক পরমব্রহ্মই সত্য (লা মজুদা ইল্লাল্লা আল্লাই একমাত্র নিত্য বস্তু তদভিন্ন সমুদায় অনিত্য ধ্বংশশীল) ইহা জ্ঞাত হইলে সুখী হয়। যিনি "আমার নাম অমুক, আমি গৌরবর্ণ ইত্যাদি মিথ্যা জ্ঞান ত্যাগ করিয়া অবিদ্যা শূন্য হইতে অর্থাৎ নিত্য নিশ্চল ব্রহ্মের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন, তিনি কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হন। যতকাল পুত্র ও দেহাদিতে "আমিত্ব জ্ঞান" থাকে, ততদিন জপ, হোম বা শত শত উপবাস (নামাজ, জাকাত, হজ, জেকের, রোজা ইত্যাদী) করিলেও মুক্তি হয় না কিন্তু ব্রহ্মই "আমি" (আনাল হক্) পুত্র, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদী জড়পদার্থ "আমি" নহি—এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে দেহী মুক্ত হয়। "লা মহবুবা ইল্লাল্লা" আল্লাই একমাত্র ভালবাসার বস্তু, তদভিন্ন ভালবাসার বস্তু আর কিছুই নাই।

"লা মতলুবা ইল্লাল্লা"—আল্লাই একমাত্র অভীষ্ট বস্তু তদভিন্ন আর কিছুই ইষ্ট নাই। "লা মকছুদা ইল্লাল্লা"—আল্লাই একমাত্র লাভের বস্তু তদভিন্ন অন্য কিছু লাভের বস্তু নাই। "লা এলাহা

ইল্লাল্লা”—আল্লাই একমাত্র আরাধ্য, তদভিন্ন আর কিছু আরাধ্য নাই এইটী জাহেরা পাক কালাম সাধারণের জন্য, কিন্তু কেন ইহাকে পাক কালাম বলা হয় এবং এই কালাম তছদিক্ হইলে কেন লোক বেশক বেহেস্তে যাইবে তাহার খোলাশা উপরে দেওয়া গেল। এই কলেমার কয়েকটী ভাবার্থ জানিয়া কার্য্যতায় ঐরূপ ভাবে যিনি চলিবেন তাঁহার কলেমা তছ্‌দিক হইয়াছে বলিতে হইবে। শুধু মুখে নানারূপ কায়দা করিয়া জপ করিলে কোনই ফল হয় না বা উক্ত কলেমা তছ্‌দিক হয় না।

ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় কেন, তাহার দলীল।

আর যদি তোমার পালনকারী ইচ্ছা করিতেন তবে অবশ্য সমুদায় লোককে একদল (এক ধর্ম্মে) করিতেন এবং সর্ব্বদা লোক এখ্‌তেলাফ (মতভেদ) করিতে থাকিবে, কিন্তু যাহাকে তোমার পালনকারী রহমত (দয়া) করিয়াছে (সে করিবে না), এবং ইহারই জন্য (এখ্‌তেলাফও রহমতের জন্য) তাহাদিগকে তিনি স্বজন করিয়াছেন। সুরা হুদ। পরিশিষ্ট ৩ অঃ দেখ।

মন্তব্য —“সব্‌মে বসিয়ে সব্‌মে রসিয়ে
সব্‌কে লিজিয়ে নাম।
হাঁজি হাঁজি করতে রহো
বৈঠকে আপনি ঠাম॥”

যো যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ গীতা।

যে যে ভাবেই পূজা করুক তাহাতে ভগবানের পূজা হয়। হে পার্থ মানবগণ যে কোন পথে গমন করুক না কেন তাহাতে আমার পথ অন্বেষণ করা হয় অর্থাৎ যে কোন প্রণালী অনুসারে ভগবানের পূজা করুক তাহাতে আমারই পূজা হয়।

ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে ও ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা প্রণালী লইয়া পরস্পর বিবাদ ও নিন্দা করা নিষেধ তাহার দলীল।

আমি প্রত্যেক দলের (সম্প্রদায়ের) জন্য এবাদতের উপাসনার প্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়াছি যে সে তাহার এবাদত করিতেছে (অর্থাৎ সেই অনুসারে চলিতেছে) অনন্তর (উচিত) যে হুকুমের মধ্যে তাহারা তোমার সঙ্গে (হে মহাম্মাদ) বিবাদ না করে এবং তুমি আপন পালনকারীর দিকে (তাহাদিগকে) ডাক, নিশ্চয় তুমি অবশ্য সোজা পথে আছ। সুরা হাজ। পরিশিষ্ট ৪ আঃ দেখ।

তুমি বল সকলেই আপন প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিতেছে।

বানি এস্রাইল সুরা। পরিশিষ্ট ৫ আঃ দেখ।

যো যথামাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ গীতা।

যাহারা যেরূপে আমার আরাধনা করে, আমি তাহাদিগকে সেই প্রকারেই অনুকম্পা করিয়া থাকি, হে পার্থ! যে যাহাই করুক, সকলেই আমার সেব্যপথে আগমন করিতেছে।

মন্তব্য—উভয় ধর্ম্মের মতই, মূলে এক, অতএব হিন্দু ও মুসলমানে বিবাদ অন্যায়, কারণ উভয়ের উপাসনা প্রণালীই ঠিক ও সত্য এবং ভগবানের বা আল্লার অনুমোদিত।

অন্যান্য দেশের পয়গম্বরদিগকেও তাঁহাদের কেতাব বিশ্বাস করিতে ও অনুসরণ করিতে হইবে, তাহার দলীল।

বল আমরা আল্লাকে বিশ্বাস করি, তিনি আমাদের প্রতি যাহা নাজেল করিয়াছেন তাহা বিশ্বাস করি, ও যাহা এব্রাহিম, ইস্‌মাইল, জেকব এবং তাহার সন্তানদিগের নিকট এবং যাহা মুশা ও যিশুর নিকট নাজেল হইয়াছিল— ও যাহা অন্যান্য পয়গম্বরের নিকট আল্লার নিকট হইতে নাজেল হইয়াছে আমরা ঐ সমস্ত পয়গম্বরের মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ করি না। আমরা ঐ সমস্ত পয়গম্বরগণকে বিশ্বাস করি ও তাঁহাদের পদানুসরণ করিয়া থাকি। সুরা আল এমরাণ। পরিশিষ্ট ৬ আঃ দেখ।

মন্তব্য—ইহা দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণীত হইয়াছে যে ভারত প্রভৃতি অন্যান্য স্থানের পয়গম্বরদিগকে বিশ্বাস করিতে ও তাঁহাদের পদানুসরণ করিতে আদেশ আছে। আশা করি ইস্‌লাম সমাজ এই আয়াতের প্রতি ইমান আনিবেন অর্থাৎ গীতা উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিবেন।

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থান মধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

যে যে সময়ে ধর্ম্মবিপ্লব ও অধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়া থাকে সেই সেই কালে আমি আবির্ভূত হই।

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

সজ্জনগণের পরিত্রাণের অসজ্জনগণের বিনাশের এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমিই প্রতি যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি।

মন্তব্য। উপরোক্ত ভগবদ্বাক্য দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে আরব দেশে যখন ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয় তখন তথায় সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্টদিগের বধের জন্য ও তথায় ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য ভগবান মহাম্মদ (আলা) রূপে অবতীর্ণ হন ও ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন সুতরাং মহাম্মদ (আলা) কে ভগবানের অবতার অর্থাৎ ভগবানের প্রেরিত তাহা হিন্দু সম্প্রদায় স্বীকার করিতে বাধ্য।

মৃত্যুর পরেই পুনর্জ্জন্ম হয়, তাহার দলীল।

এবং আছমান ও জমীনের গুপ্ততত্ত্ব (গায়েবি এলেম) আল্লাবই এবং কেয়ামতের ঘটনা চক্ষুর নিমিষ ভিন্ন নহে অথবা তার চেয়ে অধিক নিকট। নাহল স্নরা। পরিশিষ্ট ৭ আঃ দেখ।

যথা তৃণ জলৌ কৈবং দেহী কর্ম্মানু গো বশ ইতি তথা।
যথা তৃণ জলৌকা তৃণস্যান্তং গত্বা ইত্যাদী শ্রুতিশ্চ।

জলৌকা যেমন প্রথমতঃ তৃণাগ্র গ্রহণ করিয়া দেহে গমন করে অর্থাৎ প্রথমতঃ দেহ অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বপ্রাপ্ত তৃণ পরিত্যাগ

করে সেইরূপ জীব মৃত্যুকালেও দেহান্তর অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

আর যদি আমি ইচ্ছা করি তবে অবশ্য তাহাদের স্থানে (যেখানে আছে সেইখানেই অর্থাৎ এই দুনিয়াতে) তাহাদিগের আকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া দেই অনন্তর তাহারা তথা (হইতে আগে) চলিতে পারিবে না ও ফিরিতে পারিবে না এবং যাহাকে আমি (বেশী) বয়স দেই তাহাকে আমি সৃষ্টিতে উল্টা (অবনত) করি অনন্তর তাহারা বুঝিতেছে না। সুরা ইয়াছিন। পরিশিষ্ট ৮ আঃ দেখ।

মন্তব্য—এই আয়েত দ্বারা জীবকে মৃত্যুর পর আকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া এই পৃথিবীতে পাঠান হয় ইহা স্বীকার করা হইয়াছে। হিন্দু ধর্ম্মের মতের সঙ্গে একমত।

এবং ছুরে (সিঙ্গেয়) ফুক দেওয়া যাইবে তখন হঠাৎ তাহারা কবর হইতে আপন প্রভুর দিকে দৌড়িবে বলিবে হায়! আমাদিগের প্রতি আক্ষেপকে আমাদিগকে আমাদের ঘুমের স্থান হইতে উঠাইল। সুরা ইয়াছিন। পরিশিষ্ট ৯ আঃ দেখ।

এই আয়েত দ্বারা ইল্লিন, সিজ্জিন কল্পনামাত্র সপ্রমাণ হইয়াছে। হিন্দুমতেও ইল্লিন, সিজ্জিন কল্পনা মাত্র। পরিশিষ্ট ৯ আঃ দেখ।

যে সকল ব্যক্তি দুনিয়ার জেন্দেগী ও তাহার শোভার (জিনত) ইচ্ছা করে আমি তাহাদের প্রতি তাহাদিগের কর্ম্ম (দানাদি সৎকর্ম্মের ফল) এইখানেই পূরণ করিব (দুনিয়াতেই তাহার বদলা তাহাকে ধন, অর্থ, সুখ দিব) এবং তাহাদিগকে তাহাতে (দুনিয়াতে) কম দেওয়া হইবে না। সুরা হুদ। পরিশিষ্ট ১০ আঃ দেখ।

মন্তব্য—বাসনা হইতেই জীবের পুনর্জন্ম হয় এই আয়েত দ্বারা

তাহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। বাসনা ক্ষয় হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না। এই দুনিয়াই জীবের বেহেস্ত ও দোজখ এই দুনিয়া ছাড়া জীবের আর ভোগের স্থান নাই।

আর যখন দশম মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী (উটনী)কে পরিত্যাগ করা হইবে (দুধ ও বাছুর হইবার আশায় গর্ভিণী উষ্ট্রী প্রসব হইবার সময় বড় আদরের সামগ্রী) কেয়ামতে তাহাও পরিত্যাগ করিবে। সুরা তকবির। পরিশিষ্ট ১১ আঃ দেখ।

মন্তব্য—উষ্ট্রীর মেছাল আরববাসীর জন্য। উষ্ট্রী শব্দে দুনিয়ার ধন, পুত্র, সম্পত্তি ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। জীব যেদিন মৃত্যুমুখে পতিত হয় সেই দিনই ঐ সমস্ত জিনিস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এই আয়েত দ্বারা কেয়ামত অর্থ মৃত্যু বেশ স্পষ্টরূপে মহাম্মদ (আলা) ইসারায় বুঝাইয়াছেন।

এবং আকাশ হইতে পাণি নামান (বর্ষণ করেন) অনন্তর তাহা (সেই পাণি) দ্বারা জমিনকে তাহার মৃত্যুর পর জীবিত করেন, নিশ্চয় ইহার মধ্যে সেই দলের জন্য নিদর্শন (নিশানি) সকল আছে যাহারা জ্ঞানলাভ করে। সুরা রুম। পরিশিষ্ট ১২ আঃ দেখ।

মন্তব্য—পুনঃ পুনঃ কেয়ামতের দিন পুনর্জীবিত করা হইবে ইহা বলা সত্ত্বেও এই আয়েত সম্বন্ধে চিন্তা করিতে বলিলেন কেন? বৃক্ষ, লতা, গুল্ম ইত্যাদি যেমন মৃত্যুর পরেই পুনর্জীবিত হয় অর্থাৎ তাহাদের বীজ হইতে নূতন বৃক্ষ, লতা, গুল্ম উৎপন্ন হয় সেইরূপ মৃত জীবও আপন বীজ হইতে পুনর্জীবিত হয়। মৃত বৃক্ষ কখনও পুনর্জীবিত হয় না, বৃক্ষের বীজ মৃত নহে উহা সজীব,

নির্জীব হইতে সজীব হইতে পারে না। উপরোক্ত মেছাল বিজ্ঞান অনুমোদিত নহে। খোদা এরূপ ভ্রমাত্মক মেছাল দিয়াছেন ইহা বলা যাইতে পারে না। মহম্মদ (আলা) অজ্ঞদিগকে বুঝাইবার জন্য ঐরূপ মেছাল দিয়াছেন।

এবং তাহারা বলিয়াছে যে, আমাদিগের দুনিয়ার জেন্দেগানী ভিন্ন অন্য জেন্দেগানী নাই আমরা মরি ও বাঁচি এবং জমানা (কাল) ব্যতীত আমাদিগকে বিনাশ করে না, এবং তাহাদের এ সম্বন্ধে কোন এলেম (জ্ঞান) নাই, তাহারা অনুমান ভিন্ন করিতেছে না, এবং যখন তাহাদের নিকটে আমার স্পষ্ট নেশানি (আয়েত) (পুনর্জীবিত করিতে সক্ষম তাহা ব্যক্তকারী আয়াত) সকল পড়া হয় (তখন) ইহা বৈ তাহাদের দলীল নাই যে, তাহারা বলে তবে আমাদের বাপদাদাদিগকে আন যদি তোমরা সত্যবাদী হও, সুরা জাছিয়া। পরিশিষ্ট ১৩ আঃ দেখ।

মন্তব্য—আরবের লোক অত্যন্ত অজ্ঞ ও বিচারজ্ঞানশূন্য ছিল এবং মহম্মদকে (আলাকে) জব্দ করিবার উদ্দেশ্যে বাপ দাদা-গণকে পুনর্জীবিত করিয়া তখনি দিতে বলিয়াছেন। মহম্মদ (আলা) তাহাদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কেয়ামতের দিন পুনর্জীবিত করা হইবে বলিয়া কাটাইয়া দেন। কেয়ামত কবে হইবে তাহা খোদার মালুম বলিয়াছিলেন। খোদার সঙ্গে যাঁহার কথা বার্ত্তা হয় কেয়ামত কবে হইবে তাহা জানিয়া লইতে কোন বাধা ছিল কি? প্রত্যেক জীবের মৃত্যুর পরেই তাহার কেয়ামত হয় অর্থাৎ তাহার পাপ পুণ্যের বিচার হইয়া মুক্তি বা পুনর্জন্ম হয়। কোন জীবের কবে মৃত্যু হইবে তাহার কোন

স্থিরতা নাই। এক দিনে কেয়ামত হইলে দিন স্থির করিয়া বলিতে পারিতেন্। যে দিন আর দুনিয়াতে কোন জীব থাকিবে না অর্থাৎ যে দিন সকলেই মরিয়া যাইবে তাহাকে যুগপ্রলয় বলে হিন্দু শাস্ত্রে তাহার দিন স্থির করিয়া দিয়াছে সে দিন আল্লা ভিন্ন আর সমস্তই লয় হইয়া যাইবে অর্থাৎ আখেরে এক আল্লাই থাকিবেন। তুমি, আমি, জীব জন্তু কেহই থাকিবে না। বিচার হইবে কাহার? আল্লা জিজ্ঞাসা করিবেন এ রাজ্য কাহার? উত্তর দিতে কেহই থাকিবে না সুতরাং আল্লা নিজেই উত্তর দিবেন এ রাজ্য তাঁহার। তখন আবার নূতন সৃষ্টি হইবে। যত দিন দুনিয়া আছে ততদিন পুনর্জন্ম।

আর যদি তুমি বল যে নিশ্চয় মৃত্যুর পরে তোমাদিগকে উঠান (জীবিত করা) হইবে তবে অবশ্য কাফেরগণ বলিবে ইহা (কোরাণ) স্পষ্ট যাদু ভিন্ন নহে। সুরা হুদ পরিশিষ্ট ১৪ আঃ দেখ।

মন্তব্য—মহম্মদ (আলা) কেন যে স্পষ্টরূপে মৃত্যুর পরে জীব পুনর্জীবিত হয় প্রকাশ করেন নাই তাহা এই আয়েতে খোলাসা বলিয়াছেন এবং সাধারণ লোকের নিকট কেন সরলভাবে প্রকাশ করেন নাই তাহারও কারণ দিয়াছেন।

আমি নির্দ্ধারণ করিয়াছি তোমাদের মধ্যে মৃত্যু এবং আমি এ বিষয়ে অক্ষম নহি যে, তোমাদের পরিবর্ত্তে তোমাদের ন্যায় অন্যজনকে (তোমাদের স্থানে) আনি এবং এমন স্থানে (এমন আকারে সৃষ্টি করি যে, তোমরা জান না যেমন মনুষ্য, গো, বানর, শূকর ইত্যাদি জালাঃ) তোমাদিগকে সৃষ্টি করি যাহা তোমরা জান না এবং নিশ্চয় তোমরা প্রথম সৃষ্টি জ্ঞাত হইয়াছ তবে কেন উপদেশ গ্রহণ করিতেছ না? সুরা অকেয়া, পরিশিষ্ট ১৫ আঃ দেখ।

মন্তব্য—এই পৃথিবীতেই যে মৃত্যুর পর আকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া পাঠান হয়, হিন্দু ধর্ম্মের মত সহ এক মত। যে রকম কর্ম্ম করিবে তদনুরূপ দেহ এই দুনীয়াতে প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ এই মৃত্যুর পরই এই পৃথিবীতে নিঃসন্দেহ পুনর্জন্ম হইবে।

যখন তোমরা জোহর কর (অর্থাৎ জোহরের নামাজ পড়) তিনি মৃত হইতে জীবিতকে বাহির করেন (যেমন ডিম্ব হইতে পক্ষী, বীর্য্য (মণি) হইতে মনুষ্যাদি জীব জন্তু) এবং জীবিত হইতে মৃতকে বাহির করেন (যেমন পক্ষী হইতে ডিম্ব মনুষ্যাদি হইতে বীর্য্য) এবং ভূমিকে মৃত্যুর পর জীবিত করেন (অর্থাৎ শুষ্ক তৃণহীন ভূমিকে সরল সতৃণ ও শস্য ভাণ্ডার করেন) এইরূপে তোমাদিগকে (কবর হইতে) বাহির করা হইবে। পরিশিষ্ট ১৬ আঃ দেখ।

মন্তব্য—ডিম্বের মধ্যে ও বীর্য্যের মধ্যে জীবিত কীট আছে তাহা অন্যে সে সময় নাও জানিতে পারে কিন্তু ভারতে উহা চিরদিনই জানিত, ভারতে যাহা জানিত তাহাও কি খোদা জানিতেন না? এটীও যদি খোদার কালাম হয় তাহা হইলে কোরাণ সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার থাকে না! ইহা দ্বারা কোরাণ যে উপদেশ জন্য, মনুষ্যের রচিত তাহাতে কি কোন সন্দেহ থাকিতে পারে? একটু ফেকের অর্থাৎ চিন্তা করিতে হয়।

পুলছিরাত কাহাকে বলে তাহার দলীল।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গম্পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥

হে প্রাণীগণ! তোমরা অবিদ্যা নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া আত্মদর্শনের নিমিত্ত উদ্‌যুক্ত হও, সর্ব্বানর্থের মূলীভূতা ভীষণতরা অজ্ঞান নিদ্রার বিনাশ কর। আত্মবিৎ আচার্য্য লাভ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া "অহমস্মি" এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন হও। উপেক্ষা করিও না। শ্রুতি, মাতার ন্যায় অনুকম্পাপূর্ব্বক বলিতেছেন, তোমাদের বিজ্ঞেয় বিষয় অতীব সূক্ষ্মবুদ্ধিগম্য। যেমন ক্ষুরধারা পাদ দ্বারা দুরতিক্রমনীয়া, তেমন তত্ত্বজ্ঞানরূপ মার্গ অতীব দুর্গম; অতএব উপেক্ষা করিও না, ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন।

মন্তব্য—ইহাকেই পুলছিরাত বলে। অনেকের ধারণা এই পুলছিরাত পার হইতে পশু হত্যা আবশ্যক। ইহা জ্ঞানপুল এই পুলের বাতুনী ব্যাখ্যা লিখিলাম না। কামেল পীরের নিকট উপদেশ লইতে হইবে। এই পুল মানব দেহেই আছে তাহার ভেদ জানিবা মাত্র খোদার সহিত ইহজীবনেই সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। জাহেরা অর্থ—পাকা ইমানের পুল। মনে মনে বিশ্বাস করা নহে প্রত্যক্ষ দেখিয়া বিশ্বাস করা। যেমন ইব্রাহিম খলিল, মৃত জীবিত হয়, এই কথা খোদার মুখে শুনিয়াও বিশ্বাস করে নাই। ৪টী পাখী মারিয়া তাহাদের পুনরায় খোদা জীবিত করিয়া দেন তখন খলিল বিশ্বাস করে। দেখিয়া বিশ্বাস করাই পাকা ইমান বা ছানী ইমান।

খোদা কেন কছম করিবেন ?

খোদা বেহাজত বটেন, দুনিয়ার লোকের তাঁহার কথা বিশ্বাস অবিশ্বাস করা তাহাদের ইচ্ছা। তাহাতে খোদার কোন লাভ বা ক্ষতি নাই। দুনিয়ার লোককে কোরাণে ইমান আনার জন্য তিনি যে কত কছম করিয়াছেন তাহার ইয়ত্বা নাই। যথা—ফজরের কছম, দশরাতের কছম, জোর বিজোরের কছম, সূর্য্যের কছম, চন্দ্রের কছম, নক্ষত্রের কছম, আকাশের কছম, জমিনের কছম ইত্যাদি শত শত কছম করিয়াছেন। পাঠক একবার বিচার করিয়া দেখুন এই সমস্ত কছম খোদার না মহম্মদের (আলার) ? নিতান্ত অজ্ঞদিগকে সৎপথে আনিবার জন্য ও কছম করিলে তাহাদের দৃঢ়বিশ্বাস হইবে এই জন্যেই মহম্মদ (আলা) এই সমস্ত কছম করিয়াছেন। কোন কোন টীকাকার, কোরাণ মহম্মদের (আলার) রচিত নহে এই কথা সাধারণকে বুঝাইতে যাইয়া কছমের দ্বারা ঐ সমস্ত জিনিসের ইজ্জত বাড়াইয়াছেন এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জোরবিজোরের কি ইজ্জত বাড়িয়াছে ? এসম্বন্ধে ইহাতেই যথেষ্ট বলা হইল।

আবার দেখুন, বেহেস্তে ঠাণ্ডা হাওয়া পাওয়া যাইবে, পেয়ালার পর পেয়ালা পানি পাওয়া যাইবে। তথায় নহর (নদী) থাকিবে, ঘাসযুক্ত জমিন থাকিবে, বৃক্ষের ছায়া থাকিবে, ফরাস বিছানা থাকিবে, তাকিয়া থাকিবে, সোণা রূপার অলঙ্কার, রেশমী কাপড়

ফুলের বাগান, ফলের বাগান ও হুরপরী, পাখীর মাংস, শুটযুক্ত সরাব, জানালার নিকট স্থান দেওয়া যাইবে ইত্যাদি।

এই সমস্ত বেহেস্তে পাওয়া যাইবে। মরুভূমি প্রধান আরব দেশে ঐ সমস্ত মেছাল প্রলোভনের জিনিস বটে, ভারত-বাসীর নহে। ঐ সমস্ত জিনিসের লোভে খোদার এবাদত করিতে হইবে একথা ভারতে বলা চলে না কারণ ও সমস্তই আছে। ভারতবাসীর হিন্দুধর্ম্ম নিষ্কাম উপাসনা কোরাণেও তাই। এই বেহেস্তের বর্ণনা দ্বারা স্পষ্টই দেখা যায় আরবদেশে আরামের জিনিষ সকলের প্রলোভন দিয়া তাহাদিগকে সৎপথে আনার জন্য মহম্মদ (আলা) এই সমস্ত মেছাল দিয়াছিলেন। পুরুষেরা অত্যন্ত উগ্র প্রকৃতির ছিল, তাহাদের জন্য হুরপরীর মেছাল দিয়াছেন কিন্তু স্ত্রীলোকেরা শান্ত প্রকৃতিবিশিষ্টা ছিল তাহাদের জন্যে সুন্দরকায় অসংখ্য পুরুষের ব্যবস্থা করা হয় নাই। তাহারা কি পাইবে? কোন কোন টীকাকার বলেন যে দুনিয়ার স্ত্রীলোকেরাই বেহেস্তে হুরপরী হইবে। ইহা সম্ভবপর নহে। একজনে বেহেস্তে যাইবে তাহার স্ত্রী হয়ত দোজকে যাইবে কেহবা অবিবাহিত অবস্থায় মরিয়া যাইবে তাহারা হুরপরী পাইবে কোথা হইতে? দুনিয়াতে স্ত্রীলোকেরা চার সতীনের ঘরকন্না করিয়া কতই নাজেহাল হইতেছে আবার খোদার এবাদত বন্দেগী করিয়া বেহেস্তেও ঐরূপ নাজেহাল হইতে হইবে ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কিছু আছে কি? বেহেস্তের বর্ণনা যদি খোদার কালাম হইত তাহা হইলে সর্ব্বদেশে তাহা সমানে খাটিত। শুঁটের

গুঁড়াযুক্ত সরাব যে উপাদেয় তাহা ভারতবাসী স্বপ্নেও মনে করে না। এই সমস্ত মেছাল আরববাসীদিগের জন্য মহম্মদের (আলা) নিজের রচিত।

মহাভারতের ও ভাগবতের উপাখ্যান সমুহ নছিহত জন্য কোরাণে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান লোকদিগের জন্য তাহাদের (পয়গম্বরগণের) কেচ্ছা সকলের মধ্যে উপদেশ আছে, (এই কোরাণ) এরূপ কথা নহে যে, রচনা করা হইয়াছে (অর্থাৎ মহাম্মদ রচনা করিয়া বলিয়াছে) কিন্তু যাহা (উহা) কোরাণের আগে আছে উহা (কোরাণ) তাহা কে সত্য বলিতেছে এবং (কোরাণ) সকল বিষয়ের বর্ণনাকারী এবং মমিনদলের জন্য পথ দেখানে-ওয়ালা। ইউসফ সুরা পরিশিষ্ট ১৮ আঃ দেখ।

মহম্মদ (আলা) শেষ প্রেরিত পয়গম্বর কিনা এ বিষয়ে সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য তাঁহাকে তিনটী প্রশ্ন করা হয়। তন্মধ্যে ১ম প্রশ্ন "আছহাব কাহাফের" অবস্থা কি? তিনি "জানি" বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

পাণ্ডবগণ যশস্বিনী দ্রৌপদীর সহিত উপবাস করিয়া ক্রমাগত পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের হস্তিনা হইতে বহির্গমন কালে একটী কুকুর তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারী

হয় এবং সে তাঁহাদের সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। অনন্তর তাঁহারা ক্রমে ক্রমে অসংখ্য দেশ, নদী ও সাগর সমুদয় সমুত্তীর্ণ হইয়া লোহিত সাগরের কুলে সমুপস্থিত হইলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া লবণ সমুদ্রের উত্তর তীর দিয়া দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে প্রতিনিবৃত্ত ও পুনরায় পশ্চিমাভিমুখ হইয়া সমুদ্রজল প্লাবিত দ্বারকাপুরী সন্দর্শনপূর্ব্বক পৃথিবী প্রদক্ষিণ বাসনায় তথা হইতে উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে মহাত্মা পাণ্ডবগণ পত্নীর সহিত উপবাস নিরত ও যোগপরায়ণ হইয়া ক্রমাগত উত্তরদিকে গমন করিতে করিতে হিমালয় গিরি দেখিতে পাইলেন। ঐ পর্ব্বতে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিতে করিতে বালুকাময় সমুদ্র ও সুমেরু পর্ব্বত তাহাদিগের নেত্রপথে নিপতিত হইল। তখন তাঁহারা হিমালয় অতিক্রম করিবার মানসে দ্রুত-বেগে ধাবমান হইলেন। তৎপরে তথা হইতে আর প্রত্যাগমন করেন নাই। এই গল্পের সত্যতা স্বরূপ তিনি "আছহাব কাহাফের" গল্পের অবতারণা করেন।

অবশ্য বলিবে যে, (তাহারা) তিন জন, তাহাদের চতুর্থ তাহাদের কুকুর, এবং বলিবে (তাহারা) পাঁচ ব্যক্তি তাহাদের ষষ্ঠ তাহাদের কুকুর না দেখিয়া (আনুমানিক) বাক্য ব্যয় করিতেছে, আর বলিবে সাত জন তাহাদের অষ্টম তাহাদের কুকুর। তুমি বল আমার পালনকারী তাহাদের সংখ্যা উত্তম জানেন তাহাদিগকে (আছহাব কাহাফগণকে) অল্প (লোক) বৈ জানে না, অতএব তুমি (হে মহাম্মদ) তাহাদের বিষয়ে ঝগড়া (তর্ক) করিও না তবে জাহের (বাহ্যিক) ঝগড়া কর ও তাহাদের সম্বন্ধে তাহাদিগের (কাফেরদিগের)

কাহাকেও ছওয়াল জিজ্ঞাসা করিও না। কাহাফ সুরা। পরিশিষ্ট ১৯ অাঃ দেখ।

মন্তব্য—মহাভারতের মহাপ্রস্থানের ঘটনা অনেকে জানিত ও খোদার নিকট হইতে "অহি" দ্বারা যে প্রাপ্ত নয় তাহা প্রকাশ হইয়া পরিবে জন্য সে সম্বন্ধে বিবাদ করিতে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। "আছহাব কাফ্" কয় জন ছিল তাহা খোদার নিকট হইতে জানিয়া বলিতে পারিতেন, কিন্তু রহস্য ভেদ হইবে জন্য সে সম্বন্ধে কোন মীমাংসা করেন নাই। ইহার পর হইতে মহাভারতেব ঘটনাগুলি যথাযথ ভাবে বলিতে গেলে আরবের লোকেরা বুঝিতে পারিবে না আশঙ্কায় ঘটনাগুলির শুধু সার উপদেশগুলি ঠিক রাখিয়া নানারূপ পরিবর্ত্তন করিয়া আরববাসীদের নিকট প্রকাশ করা হইয়াছে। এবং একজনের জীবনীকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন গল্পে পরিণত করিয়াছেন যথা—শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালীন ঘটনা ও বাল্যলীলার প্রথমাংশ মুসা ও ফেরাউনের কাহিনীচ্ছলে উল্লেখ করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের লীলার সারাংশের তিলমাত্র লইয়া ইউসফ ও জোলেখার কাহিনী। ভাগবত পাঠ করিলে রাধাকৃষ্ণের প্রকৃত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অবগত হওয়া যাইবে। যাঁহার ইচ্ছা তিনি বাঙ্গলা পদ্য ভাগবত পাঠ করিলেই মোটামুটী সারতত্ত্ব অবগত হইবেন। ভাগবত পাঠ না করিয়া নানারূপ নিন্দাবাদ করা সঙ্গত নহে।

জোলেখার স্বামী নপুংসক শ্রীরাধিকারও তাই। উভয়েই

দেশ বিখ্যাত সতী ছিল ইত্যাদি সকল বিষয়েই একরূপ। তবে শ্রীরাধিকা আত্মা ও শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা। এই আত্মা ও পরমাত্মার খেলাই শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের লীলার সারতত্ত্ব। একবার ভাগবত পাঠ করেন ইহাই প্রার্থনায়। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন জোলেখাও তাহাই করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় রাজা হওয়ায় পর শ্রীরাধা সহ প্রভাসে মিলন হয়। শ্রীরাধিকা সেই সময় দেহত্যাগ করেন ও তাঁহার নূর শ্রীকৃষ্ণের দেহে প্রবেশ করে। ইউসফ মেছেরের বাদসা হওয়ার পর জোলেখা সহ মিলন হয় উভয়ের মধ্যে বিবাহ কথাটি মাত্র প্রভেদ করিয়াছেন তাহার কারণ সূক্ষ্মতত্ত্ব সাধারণে বুঝিতে পারিবে না।

আপনারা আমার পিরাহান লইয়া যান, এই পিরাহান আমার পিতার মুখে ফেলাইয়া দিবেন, তিনি চক্ষে দেখিতে পাইবেন। এবং পরিবার সহ সকলেই চলিয়া আসুন। সুরা ইউসফ। পরিশিষ্ট ২ আঃ দেখ।

মন্তব্য—এই ঘটনাই প্রভাস মিলন যজ্ঞের ঘটনা। ভাগবত পাঠ করিলে সম্যক বুঝিতে পারিবেন।

অবগত হও নিশ্চয় তাহারা খোদাতাআলা হইতে গোপন করার জন্য আপন অন্তরে পেচ দেয়, অবগত হও যখন তাহারা কাপড় দ্বারা দেহ আবৃত করে, তিনি অবগত আছেন যাহা তাহারা গোপন করিতেছে এবং যাহা তাহারা প্রকাশ করিতেছে। নিশ্চয় তিনি অন্তরের বিষয় অবগত আছেন। সুরা হুদ। পরিশিষ্ট ২১ আঃ দেখ।

মন্তব্য—গোপীগণের বস্ত্রহরণ সম্বন্ধে সকলেই অবগত আছেন। ভগবানের নিকট কিছুই গোপন করা যায় না তিনি সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বজ্ঞ। বস্ত্রহরণের সার উপদেশ ও উক্ত ঘটনার

সার মর্ম্ম লোকে না বুঝিলে ভবিষ্যতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি লোকের কোনরূপ ঘৃণা আসে এই কারণে ও উক্ত ঘটনা সত্য ও উপদেশ পূর্ণ থাকার প্রমাণ স্বরূপ কোরাণে এই আয়াত লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে হিরণ্য কশিপু ও প্রহ্লাদের বিষয় লিখিত আছে। উক্ত গল্প হইতে দুইটী উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রথমতঃ আল্লার প্রিয় ভক্তকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেও দগ্ধ হয় না বা কোনরূপ কষ্ট হয় না, পক্ষান্তরে ভগবানের গুণগানে অপার আনন্দ উপভোগ করে। মহম্মদ (আলা) কোরাণে নমরুদ ও এব্রাহিমের কাহিনী ছলে উক্ত ঘটনা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ হিরণ্য কশিপু প্রহ্লাদের নিকট ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিদর্শন দেখিতে চাহিলে ভক্ত প্রহ্লাদের প্রার্থনা মত স্ফটিকস্তম্ভ বিদীর্ণ করিয়া এক নরসিংহ অবতার বাহির হইয়াছিল। মহম্মদ (আলা) কোরাণে হজরত ছালেহ ও ছমুদ জাতির কাহিনী ছলে ছালেহর প্রার্থনা মত পাথর বিদীর্ণ করিয়া গর্ভবতী উষ্ট্রী নির্গমনের কাহিনী দ্বারা উপরোক্ত ঘটনার সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন।

মহাভারতে কর্ণোপখ্যান অর্থাৎ কর্ণ ভগবানের তুষ্টির জন্য সস্ত্রীক পুত্রকে কোরবাণি করিয়াছিল মহম্মদ (আলা) কোরাণে এব্রাহিম এবং এস্‌মাইলের কাহিনী ছলে উক্ত ঘটনা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু কোরবাণির পর ভগবান কর্ণপুত্র বৃষকেতুকে পূনর্জীবিত করিয়াছিলেন। আরববাসীগণ মহম্মদকে

(আলা) বিশ্বাস করিত না এবং প্রত্যেক বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাহিত। ভবিষ্যতে আরববাসীগণ পুত্র কোরবাণি করিয়া তাহাকে পুনরায় জীবিত করিয়া দিতে বলে এই আশঙ্কায় খোদার আদেশে এব্রাহিম এস্‌মাইলকে কোরবাণি করে নাই, স্বর্গ হইতে খোদার প্রদত্ত দুম্বা কোরবাণি করা উল্লেখ করেন। মৃত্যুর পর পুনর্জ্জীবিত হয় এই নছিহত ঠিক রাখার জন্য পাখী জীবিত করার উদাহরণ দিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ধ্রুবোপখ্যান আছে। ধ্রুব সাধনা দ্বারা এমন উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন যে সর্ব্বোচ্চস্থানে ধ্রুবের জন্য ধ্রুবলোক (যাহাকে ধ্রুবনক্ষত্র বলা হয়) প্রস্তুত করিয়া সশরীরে ভগবান তাহাকে তথায় রাখিয়াছেন। ধ্রুব নক্ষত্রকে কেন্দ্র করিয়া অন্যান্য যাবতীয় গ্রহ, উপগ্রহ পরিভ্রমণ করিতেছে এবং ঐ ধ্রুব নক্ষত্র হইতেই জ্যোতিষ্ক গণনা হইয়া থাকে। মহম্মদ (আলা) কোরাণে ইদ্‌রিছ (সত্যবাদী) কাহিনী ছলে উক্ত ঘটনা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ধ্রুব অর্থ সত্য, ইদ্‌রিছ অর্থও সত্যবাদী এবং ইদ্‌রিছের সময় হইতেই জ্যোতিষশাস্ত্র; অতএব সর্ব্বতোভাবে ইহা স্বীকাব করিতে হইবে ধ্রুবোপখ্যানই ইদ্‌রিছের কাহিনী। কেয়ামতের পূর্ব্বে কেহ ইল্লিন সিজ্জিন ব্যতীত অন্যত্র যাইতে পারে না অতএব ইদ্‌রিছ উচ্চস্থানে কিরূপে গিয়াছিলেন? অতএব ইদ্‌রিছ হিন্দু ছিলেন অন্যথা ইল্লিন সিজ্জিনে চিরকাল থাকিতেন।

মহারাজা হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যার উপখ্যান যে সত্য ঘটনা

তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য মহম্মদ (আলা) কোরাণে হজরত আয়ুব ও রহিমা বিবির উপখ্যান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সসাগরা পৃথিবী সহ ধন সম্পত্তি দান, স্বামীর জন্য শৈব্যার ও রহিমা বিবির দাসীবৃত্তি অবলম্বন, মৃত পুত্র পুনর্জীবিত হওয়া, পুনরায় সসাগরা পৃথিবী সহ ধন সম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়া, দুঃখের সময় সত্য পথ হইতে বিচলিত না হওয়া ইত্যাদি বিষয় দ্বারা উভয় কাহিনীর একত্ব প্রতিপাদন হইতেছে। পার্থক্য এই যে আরবে শ্মশান ক্ষেত্র নাই জন্য শ্মশানে হরিশ্চন্দ্র চণ্ডাল বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তৎ পরিবর্ত্তে আয়ুবকে কুষ্ঠগ্রস্থ হওয়া দেখাইয়াছেন। শৈব্যাকে দাসীরূপে বিক্রয় করা হইয়াছিল উক্ত ঘটনা প্রকাশ করিলে আরববাসীগণ স্ত্রী বিক্রয় করিবে আশঙ্কায় প্রকাশ করেন নাই শুধু দাসীবৃত্তি অবলম্বন করা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীরামের বহু বানর সৈন্য ছিল তাহার সত্যতা প্রমাণ রূপে সোলেমান পয়গম্বরের পাখী সৈন্য ছিল কোরাণে ব্যক্ত করিয়াছেন।

মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের সভা বর্ণনা যেরূপ আছে মহম্মদ (আলা) কোরাণে সোলেমানের সভা বর্ণনাছলে তাহারই সত্যতা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। উভয়স্থলেই কাচ হইতেই জলভ্রম বর্ণিত আছে।

শ্রীকৃষ্ণের বহু স্ত্রী ছিল বলিয়া ভবিষ্যতে অনেকে দোষারোপ করিবে আশঙ্কায় মহম্মদ (আলা) কোরাণে সোলেমানের ১ হাজার স্ত্রী থাকা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

অর্জ্জুন ও প্রমীলার উপখ্যানের সত্যতা প্রমাণ জন্য মহম্মদ

(আলা) কোরাণে সোলেমান ও বিলকিছ কাহিনীছলে উক্ত ঘটনা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

একদিবস নারদ ও নারায়ণ ছদ্মবেশে দেশ ভ্রমণে বহির্গত হয়েন (ভগবান কি উদ্দেশ্যে কোন কর্য্যে করেন তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কেহ জানিতে সক্ষম নহে তথাপি লোকে ভগবানে নানারূপ দোষারোপ করিয়া থাকে) অন্ধকার রাত্রি, তৎসহ মেঘ ও বৃষ্টি, জঙ্গলাকীর্ণ পথ কোথাও আশ্রয় লইবার স্থান নাই অবশেষে একটী মুদী দোকানে উপস্থিত হইলেন তথায় আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন কিন্তু বহুরূপ কাকুতি মিনতি করা সত্ত্বেও তথায় আশ্রয় পাইলেন না তখন উভয়ে উক্ত গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন এবং প্রস্থান সময়ে একটী বহুমূল্য স্বর্ণ-নির্ম্মিত পেয়ালা মুদির অজ্ঞাত-সারে, নারদের জ্ঞাতসারে, রাখিয়া গেলেন তাহাতে পথিমধ্যে নারদ শ্রীনারায়ণকে নানারূপ দোষারোপ করিলেও তিনি উত্তর করিলেন না। পরদিন দ্বাদশীর পারণ করিবার জন্য একটী ধনাঢ্য লোকের বাড়ীতে অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন। তিনি বহু অনুনয় বিনয় করা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ বেশধারী নারায়ণ ও নারদকে উপবাসী থাকা সত্ত্বেও আহারাদির কোন ব্যবস্থা করিলেন না বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন। তখন নারায়ণ ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তিকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইবে বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, উক্ত ঘটনাতেও নারদ নানারূপ দোষারোপ করিলেও নারায়ণ কোন উত্তর করিলেন না। তৎপর উভয়ে একটী দীনহীন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের জীর্ণ পর্ণকুটীরে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময়ে ব্রাহ্মণ

বাড়ীতে ছিলেন না, ভিক্ষায় বহির্গত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব দুই দিনও ভিক্ষায় কিছু না পাওয়ায় সস্ত্রীক উপবাসী ছিলেন। অতিথিদ্বয় পর্ণকুটীরে উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণপত্নী তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া পাদ্য ও আসন প্রদান করিলেন ও স্নানাদি কবিবার জন্য কাতর ভাবে প্রার্থনা করিলেন। ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণদ্বয় স্নান করিতে গেলে গৃহে একটীও তণ্ডুলকণা না থাকা হেতু ভাবিতে লাগিলেন। অভুক্ত অবস্থায় অতিথি ফিরিয়া গেলে আজীবন অর্জ্জিত ধর্ম্মকর্ম্ম সমস্তই নিস্ফল হইবে ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিতে লাগিলেন। এমন সময় ব্রাহ্মণ ভিক্ষা হইতে ফিরিয়া আসিলেন। ব্রাহ্মণী ব্যস্তভাবে ভিক্ষায় কিছু পাওয়া গিয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণ "একটী কনা তণ্ডুল ও প্রাপ্ত হই নাই" উত্তর করিলেন। তখন অনন্যোপায় হইয়া পূর্ব্বোক্ত ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকট দুইটী ব্রাহ্মণের আহারের উপযুক্ত দ্রব্যাদি ধার চাহিলেন। ধনাঢ্য ব্যক্তি ধার দিলে আদায় হইবে না আশঙ্কায় ব্রাহ্মণীকে বলিলেন "যদি তুমি তোমার স্তন কাটিয়া দিতে পার তবে তোমার প্রার্থিত দ্রব্যাদি দিতে পারি।" তখন ব্রাহ্মণী উপায়ান্তর না থাকায় অতিথি সৎকার আত্মপ্রাণ বিনিময়েও করিতে হইবে এই দৃঢ় বিশ্বাসে শাণিত ছুরিকা প্রার্থনা করিলেন এবং ছুরিকা পাইবামাত্র আপন স্তন সমূলে কাটিয়া ধনাঢ্য ব্যক্তির সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন ও তাহার বিনিময়ে আহারীয় দ্রব্যাদি লইয়া আসিলেন ও অতিথি সৎকার করিলেন। অতিথি সৎকার কালে রক্তাক্ত কলেবর হেতু অনিচ্ছা সত্বেও নারায়ণের নিকট

বাধ্য হইয়া উক্ত ঘটনা ব্যক্ত করেন। আহারান্তে নারায়ণ দেখিতে পাইলেন ব্রাহ্মণের একটি অতি সুন্দর গাভী আছে। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী সর্ব্বদা তাহার শুশ্রূষা করে ও আহারাদি যোগায়। তখন নারায়ণ বলিলেন এই গাভিটি এখনই মৃত্যুমুখে পতিত হউক"। বলিবামাত্র গাভিটী মরিয়া গেল। তখন নারদ নারায়ণকে নানারূপ দোষারোপ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। নারায়ণও গোলকধামে ফিরিয়া আসিলেন। কিছু দিন পরে ঐ সমস্ত ঘটনার সারমর্ম্ম জানিবার জন্য ইচ্ছা করিলে নারায়ণ বলিলেন; মুদীকে স্বর্ণনির্ম্মিত বাটী দিবার উদ্দেশ্য যে সেই দিবস হইতে আরও ঐরূপ লাভের প্রত্যাশায় পথিকদিগকে আশ্রয় দিতেছে অথচ তজ্জন্য তাহার কোন পুণ্যসঞ্চয় হইতেছে না। পথিকগণ আশ্রয় পাইবে এই উদ্দেশ্যেই দেওয়া হইয়াছিল। ধনাঢ্য ব্যক্তিকে অতুল ঐশ্বর্য্য দিবার কারণ এই যে সে ধনমদে মত্ত হইয়া ভগবানের আরাধনা করিবে না। পরকালে অনন্ত নরক ভোগ করিবে। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী অধিকাংশ সময় গাভীর সেবা শুশ্রূষায় অতিবাহিত করিত তাহাতে আরাধনায় বাধা ঘটিত। উক্ত বাধা দূর করিয়া দেওয়ার অভিপ্রায়ে গাভীটীকে নষ্ট করা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে তাহারা আরাধনা দ্বারা মৎপরায়ণ হওয়ায় আমার নিকট বাস করিতেছে। মহম্মদ (আলা) উক্ত উপদেশ দিবার জন্য অর্থাৎ ভগবান কখন কোন উদ্দেশ্যে কোন কার্য্য করেন তাহা মানব বুদ্ধির অতীত। খাজা খেজের ও মুসার গল্পের ছলে উক্ত উপদেশ দিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাহার সারতত্ত্ব এখনও

অনেকে বুঝিতে পারেন নাই। দস্যুদিগের হাত হইতে দীনহীন গরীবের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন নূতন তৈয়ারি নৌকা দস্যুগণ চুরি করিয়া লইয়া যাইবে আশঙ্কায় ছিদ্র করিয়া জলমগ্ন করিয়া দিলেন। একটী শিশু সন্তানকে প্রাণে বধ করিয়াছিলেন উদ্দেশ্য ভবিষ্যতে সে দস্যুবৃত্তি দ্বারা বহুলোকের অনিষ্ট সাধন করিবে তাহার নিবারণ। নাবালকের ভগ্ন দেয়াল মেরামত করিয়া দিয়াছিলেন উদ্দেশ্য দেওয়ালের মধ্যে প্রোথিত ধনসম্পত্তি রক্ষা করা। খাজাখেজের বিনা পারিশ্রমিকে ভগ্ন দেয়াল মেরামত করায়, বিনাদোষে শিশুসন্তানকে বধ করায়, নির্দ্দোষী গরীবের নৌকা ছিদ্র করিয়া ডুবাইয়া দেওয়ায় মুসা তাঁহাকে নানারূপ দোষারোপ করেন। পরে মূলতত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণ ও কংশ মুসা ও ফেরাউন।

কংশ অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন এবং অতীব পাপিষ্ঠ ও ধরার পীড়ক ছিলেন। তাঁহার প্রতি এই শূন্যবাণী হইয়াছিল যে দেবকীর অষ্টমগর্ভে যে পুত্রসন্তান হইবে সে কংশকে বধ করিয়া ধরার ভার লাঘব করিবে ও পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করিবে। কংশ দেবকীকে বধ করিতে উদ্যত হইলে বসুদেব নারীবধ করিতে নিষেধ করেন এবং পুত্র জন্মিলেই তাহাকে বধ করা হইবে এইরূপ স্থির হয় এবং দেবকীর প্রতি গর্ভে পুত্রসন্তান জন্মিবামাত্রই কংশ স্বয়ং

আছাড় দিয়া বধ করিতেন। কৃষ্ণকে জন্ম হইবামাত্র স্থানান্তরিত করা হয় পরে কৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়াছিলেন। মহম্মদ (আলা) কোরাণে ফেরাউন ও মুসার গল্পের ছলে উক্ত ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণ ও বলরাম দুই ভাই, মুসা ও হারুণ দুই ভাই। কৃষ্ণের হাতে চক্র, মুসার হাতে লাঠি, সর্পের খেলাও মুসার গল্পে আছে। কৃষ্ণ গোপালক, মুসা মেষপালক কৃষ্ণ রাখালদিগকে জলপান করাইয়া ছিলেন মুসাও তাঁহার লোক-দিগকে জলপান করাইয়াছিলেন। মুসা লাঠি দ্বারা যে সমুদ্রকে দুইভাগ করিয়াছিলেন ও পাহাড় হইতে জল বাহির করিয়াছিলেন তাহা বর্ত্তমান মুসলমান ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন না। দেশ-কালপাত্র ভেদে সাধারণের বুঝিবার সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন ও কোন কোন নূতন বিষয়ের সংযোগ করিয়াছেন।

এবং (মনে কর) যখন আমি তাহাদিগের উপর পাহাড়কে উঠাইয়া ছিলাম যেন তাহা সামিয়ানা (চান্দোয়া) ছিল। পরিশিষ্ট ২২ আঃ দেখ।

মন্তব্য—উপরোক্ত আয়েত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনপর্ব্বতকে চান্দোয়ার মত মস্তকোপরি কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা ধারণ করেন এই ঘটনা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

যখন সে আপন আত্মীয় হইতে পূর্ব্বস্থ ভূমিতে যাইয়া পড়িয়াছিল অনন্তর তাহাদিগ হইতে আড়ালে পর্দ্দা গ্রহণ করিয়াছিল পরে আমি তাহার নিকটে আপন রুহু (জিব্রাইল) তাহার জন্য পূর্ণাঙ্গ মনুষ্য মূর্ত্তি ধারণ করিল (মরিয়ম) বলিল নিশ্চয় আমি রহমানের (আল্লাতালার) নিকটে আশ্রয় লইতেছি যদি তুমি পরহেজগার হও (আল্লায় দেখিয়া তোমার ভয় থাকে অবশ্য তুমি আমার গায়ে হস্তক্ষেপ করিও না), ইহা ভিন্ন নহে যে, আমি

তোমার পালনকারীর প্রেরিত রছুল, আসিয়াছি, এ হেতু যে, আমি তোমাকে বিশুদ্ধ পুত্র দিব॥ মরিয়মস্থরা। পরিশিষ্ট ২৩ আঃ দেখ।

মন্তব্য—মহাভারতের যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতাগণের জন্মবৃত্তান্ত যে সত্য ঘটনা ও সম্ভবপর তাহারই সত্যতা প্রমাণ জন্য পবিত্র কোরাণে এই আয়েত।

(হে মহম্মদ) এই (নুহের কেচ্ছা) গায়েবি খবরের মধ্যে তোমার প্রতি আমি ইহা ওহী করিতেছি, তুমিও তোমার দল ইতিপূর্ব্বে ইহা জানিতে না। হুদস্থরা পরিশিষ্ট ২৪ আঃ দেখ।

মন্তব্য—এই জলপ্লাবণের কাহিনী আরববাসীর নিকট গুপ্ত ছিল কিন্তু ভারতে গুপ্ত ছিল না। মনুর সময়ের জলপ্লাবণের ইতিহাস পাঠ করিলেই সম্যকরূপে মনুকে যে নুহনামে অভিহিত করা হইয়াছে তাহা প্রতিপন্ন হইবে। এইরূপ অন্যান্য স্থানেও নামের পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

(হে মহম্মদ) এই (নুহের কেচ্ছা) গায়েবি খবরের মধ্যে তোমার প্রতি আমি ইহা ওহী করিতেছি, তুমিও তোমার দল ইতিপূর্ব্বে ইহা জানিতে না। স্থরা হুদ। পরিশিষ্ট ২৫ আঃ দেখ।

মন্তব্য—খোদাও কথা বলেন নাই। জিবরাইল (আলা) ও কথা বলে নাই, অন্তরে নাজীল করিয়াছে, গল্প কিরূপে অন্তরে নাজীল হইল, স্বপ্নে দেখা সম্ভবপর। সবই পুরাতন কাহিনী অতএব অনেকেই জানিত, আরববাসী জানিত না তাহার জন্য ওহী করিবার আবশ্যকতা কি? মহাভারতের গল্পগুলি জানিতেন; তাহার নাম ইত্যাদি ও ঘটনাগুলি কতক কতক পরিবর্ত্তন করিয়া বলা হইয়াছে যেন সহজে জনসাধারণ বুঝিতে পারে।

এবং তাহারা তোমাকে রূহু (আত্মা) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে, তুমি বল যে, রূহু আমার পালনকারীর হুকুম হইতে (হইয়াছে) এবং তোমা-দিগকে অল্প বৈ এলেম (বিদ্যা) দেওয়া হয় নাই। সুরা বনি এস্রাইল। পরিশিষ্ট ২৬ আঃ দেখ।

মন্তব্য—উপনিষদ্ ও গীতা বিশিষ্টরূপে আত্মা কি বস্তু তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন কিন্তু আত্মা সম্বন্ধে যে না জানে সে চিরকালই অন্ধকারে থাকিবে, তাহার আবার বেহেস্ত কোথায় ?

দেবানামায়ুঃ স দেবানাং নিধনমনিধনম্ ॥
দিব্যে ব্রহ্মপুরে বিরজং নিষ্ফলং শুভ্রমক্ষরং যদ্‌ব্রহ্ম
বিভাতি স নিয়চ্ছতি ॥
মধুকর রাজানং মাক্ষীকবৎ। যথা মাক্ষীকৈকেন তন্তুনা
জালং বিক্ষিপতি তেনাপকর্ষতি তথৈবৈষ প্রাণো
যদা যাতি সংসৃষ্টমাকৃষ্য ॥ ব্রহ্মোপনিষৎ

এইক্ষণ বিশেষ করিয়া প্রথম প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন। বাগাদি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবগণের আত্মাই আয়ু অর্থাৎ জীবন। আত্মসত্ত্বা দ্বারাই ইহারা অস্তিত্ব লাভ করে, সুতরাং ইহাদের জীবন আত্মাধীন জানিবে।

এই যে আত্মার কথা বলা হইল, ইনি কোথায় থাকেন তাহা বলা যাইতেছে। মনোরম ব্রহ্মোপলব্ধির স্থান এই শরীরে নির্দ্দোষ, প্রাণাদি, রহিত প্রকাশাত্মক ও অবিনাশী ব্রহ্ম বা আত্মা বিদ্যমান আছেন। ইনিই বাগাদিকে স্ব স্ব বিষয়ে নিয়োজিত করেন।

এবং ইঁহা দ্বারা ইন্দ্রিয়াভিমানী জীবও নিয়ন্ত্রিত আছে। লুতা

কীট যেমন একগাছি সূত্রকে দ্বার করিয়া স্বশরীর হইতে বহুসূত্র বহিষ্কৃত করে ; আবার সেই সূত্রটি দ্বারাই বহির্ভাগ হইতে সূত্ররাশি অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করেন। সেই প্রকার এই জীব যখন এই দেহ হইতে বহির্গত হয়, তখন বাগাদি সমস্তকেই গ্রহণ করিয়া গমন করে

যত্র যাগ্রতি শুভাশুভং নিরুক্তং অস্য দেবস্য সম্প্রসারোঽন্তর্য্যামী খগঃ কর্কটক পুষ্করঃ পুরুষঃ প্রাণো হিংসা পরাপরং ব্রহ্মাত্মা দেবতা বেদয়তি ॥

স এবং বেদ ন পরং ব্রহ্মধাম ক্ষেত্রজ্ঞমুপৈতি স পরং ব্রহ্মধাম ক্ষেত্রজ্ঞমুপৈতি ॥ ব্রহ্মোপনিষৎ।

জাগ্রৎ সময়ে পুরুষের শুভাশুভ হইয়া থাকে। এই পুরুষ হইতেই এই লোকের সম্যক্ প্রসার অর্থাৎ আবির্ভাব হয়। ইনি অন্তর্য্যামী অর্থাৎ ইনি দেহাভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়া বাগাদি ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয়ে নিয়মিত করিতেছেন। এই পুরুষ দেশান্তর হইতে বস্তু গ্রহণ করেন, সেই হেতু ইঁহাকে পক্ষিতুল্য বলা হইয়াছে ; বক্রগতি বশতঃ ইনি কর্কট নামক জলচর প্রাণি সদৃশ। এই পুরুষই দেহাদির পুষ্টিসাধন করেন এবং ইনি এই দেহরূপ পূরীতে বাস করেন বলিয়া ইঁহার নাম পুরুষ। ইনি প্রাণের কর্ত্তা, এ জন্য ইঁহাকে প্রাণ বলা হইয়া থাকে। ইনিই হিংসা করেন বিধায় হিংসক, আবার ইনিই কারণ ও কার্য্যরূপে বিদ্যমান থাকিয়া সমস্ত বিষয়ের উপলব্ধি করেন।

যে ব্যক্তি উক্ত প্রকারে আত্মাকে জানিতে পারেন, তিনি সর্ব্বাশ্রয় স্বরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন।

অথাস্য পুরুষস্য চত্বারি স্থানানি ভবন্তি নাভিঃ হৃদয়ং
কণ্ঠং মূর্দ্ধেতি ।
তত্র চতুষ্পাদং ব্রহ্ম বিভাতি ॥ ব্রহ্মোপনিষৎ ।

যে পুরুষের ব্যাখ্যা করা হইল, উক্ত পুরুষেব চারিটী স্থান আছে। যদিও সর্ব্বত্রেই ইঁহার সত্তা আছে, তথাপি বক্ষ্যমাণ চারিটী স্থানেই হঠাৎ অভিব্যক্ত হয়েন বলিয়া চারিটী স্থানই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই চারিটী স্থান যথা—নাভি (মণিপুর চক্র), হৃদয় (অনাহতচক্র), কণ্ঠ (বিশুদ্ধি চক্র), মস্তক (আজ্ঞা চক্র)। মূলাধারাদি অনেক ধ্যান স্থান থাকিলেও এই চারিটী প্রশস্ত বলিয়া ইহাদেরই উল্লেখ করিয়াছেন।

আধারাদি আরো স্থান থাকিতেও কেবল নাভি প্রভৃতি চারিটী স্থান নির্দ্দেশ করিলেন, তবে কি আধারাদি ধ্যান যোগ্য স্থান নহে ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—পূর্ব্বোক্ত নাভি প্রভৃতি স্থান চতুষ্টয়েই চতুষ্পাদ ব্রহ্ম বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়েন অর্থাৎ অল্প ধ্যান করিলেই উপলব্ধ হয়েন, এই নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত স্থান চতুষ্টয়েরই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

জাগরিতং স্বপ্নং সুষুপ্তং তুরীয়মিতি। জাগরিতে ব্রহ্মা স্বপ্নে
বিষ্ণুঃ সুষুপ্তে রুদ্রঃ তুরীয়ে পরমক্ষরম্। স আদিত্যশ্চ
বিষ্ণুশ্চেশ্বরশ্চ স পুরুষঃ স প্রাণঃ জীবঃ সোঽগ্নিঃ
সেশ্বরশ্চ জাগ্রৎ তেষাং মধ্যে যৎ পরং ব্রহ্ম বিভাতি ॥

ব্রহ্মোপনিষৎ।

পূর্ব্ব শ্লোকে ব্রহ্মকে চতুষ্পাদ বলা হইয়াছে। এইক্ষণ

পাদ কাহাকে বলে, তাহা বলিতেছেন। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্ত এবং তুরীয়—এই চারি পাদ। জাগ্রদবস্থাপন্ন আত্মাকে ব্রহ্মা, স্বপ্নাবস্থাপন্ন আত্মাকে বিষ্ণু, সুষুপ্তাবস্থাপন্ন আত্মাকে রুদ্র এবং তুরীয় অর্থাৎ এতদবস্থাত্রয়াতীত অবস্থাপন্ন আত্মাকে পরম অক্ষর অর্থাৎ পরমাত্মা বলে। ইনি আদিত্য, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, পুরুষ, প্রাণ, জীব, অগ্নি এবং ঈশ্বর নামে অভিহিত হয়েন। এই সমস্ত অবস্থাতেই পরম ব্রহ্ম প্রকাশিত আছেন।

আমি প্রাণের শিরা অপেক্ষা তাহার দিকে নিকটতর। সুরা-কাফ পরিশিষ্ট ২৭ আঃ দেখ।

হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট (শ্বেত)। তিনি হৃদয়ে সন্নিহিত।

মন্তব্য—পিতা মাতা গুরুজনের নিকটেই লোকে মন্দ কর্ম্ম করিতে পারে না আল্লা যার হৃদয়ে বসিয়া রহিয়াছেন—যে জানিতেছে যে আল্লা তাহার দিকে চাহিয়া. আছেন সে কি কখনও চুরি করিতে পারে, না মদ্য পান করিতে পারে, না কোন প্রকার অশাস্ত্রীয় কার্য্য করিতে পারে ? যাহারা আল্লার ভক্ত, তাহারা যতই গোপনীয় স্থানে থাকুক কখনও কুকর্ম্ম করিতে পারে না। তাহারা সর্ব্বদা দেখিতে পায় যে আল্লা তাহাদের সঙ্গে আছেন—আল্লার দৃষ্টি সর্ব্বদা তাহাদের উপর, মন্দ কর্ম্মে তাহাদের রুচি হইতে পারে না। আল্লাকে দেখিয়া মন্দ কর্ম্ম করা যায় না।

নফছকে (নিজেকে) চিনিলে খোদাকে চিনিবে। পরিশিষ্ট ২৮ আঃ দেখ।

একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
এবং রূপং বহুধা যঃ করোতি ।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতন্নেতরেষাম্ ॥
নিত্যোঽনিত্যানাঞ্চেতনশ্চেত নানা-
মেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্ ।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতীনেতরেষাম্ ॥ কাঠকোপনিষৎ ।

আত্মা পরমেশ্বর, সর্ব্বগত, স্বতন্ত্র, এক অদ্বিতীয় । ইহার সম অন্য কোন পদার্থ নাই । এই অনন্ত জগৎ ইঁহার বশবর্ত্তী । ইনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা স্বরূপ হইয়া নিজের সৎ (এক রস) বিশুদ্ধ বিজ্ঞান স্বরূপকে নামরূপাদি অশুদ্ধ উপাধি ভেদে বহু আকারে প্রকাশিত করিতেছেন । যে ধীর ব্যক্তি স্বশরীরবর্ত্তী এই আত্মাকে সাক্ষাৎ করিতে পারেন তিনি নিত্যানন্দের অধিকারী হয়েন, আর যাহারা বাহ্য বিষয়ে আসক্তচিত্ত, অবিবেকী, তাহারা এই আনন্দের অধিকারী নহে ।

এই আত্মা নিখিল বিনাশী পদার্থের মধ্যে নিত্য বস্তু । ইঁহার কদাপি বিনাশ নাই, এবং ইনি ব্রহ্মাদির চেতয়িতা, অর্থাৎ অগ্নি যেমন উদকাদির সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া উহাদের দাহকত্বশক্তি জন্মাইয়া দেয়, তেমন আত্মাও ব্রহ্মাদি নিখিল পদার্থের চেতনতা সম্পাদন করিতেছেন । ইনি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ ; ইনি এক হইয়াও বহু কামনাশালী সংসারিগণের কর্ম্মানুরূপ কাম্য বিষয় অনায়াসে

প্রদান করিয়া থাকেন। যে ধীর ব্যক্তি এতাদৃশ আত্মাকে নিজ শরীর মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারেন, সেই ব্যক্তি সংসারোপরতি রূপ পরম শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। আর যাহারা এতাদৃশ আত্মাকে সাক্ষাৎকার করিতে অসমর্থ, তাহারা শান্তিলাভ করিতে পারে না।

নিজেকে চিনিলে তুমি চিনিবে খোদায়।
এ চেনা কাহাকে বলে বলনা আমায়॥
চেনা আর জানা শুনা এক কথা নয়।
চিঠিতে হয় জানা শুনা, দেখলে চেনা হয়॥
কোরাণ খোদার চিঠি পেয়েছ সকলে।
জানা শুনা সে কারণে বুঝ নিজ দেলে॥
কোথায় থাকেন খোদা তোমাকে জানাতে।
বলেন নিকটে তব সাহারগ হতে॥
ঠিকানা জানায় দেখা করিবার তরে।
করিলে আমল তুমি দেখিবে তাহারে॥
খোদাকে চিনিতে খোদা আপনি ফরমায়।
না দেখে তাঁহারে কভু চেনা নাহি যায়॥
এ কালাম যেই জন করেছে আমল।
আমার বিচারে সেই আলেম আসল॥
আমল করেনি এই কালাম যে জন।
সে নহে আলেম তারে করিবে বর্জ্জন॥

শুনিলে তাহার কথা হবে গুণাগার।
গোমরা হইবে যাবে দোজখ মাঝার॥
দুনিয়াতে অন্ধ যেই অন্ধ আখেরেতে।
খোলাসা প্রমাণ দেখ আছে কোরাণেতে॥
আখেরে দেখিবে খোদা বড় আশা মনে।
আমার কথাতে তুমি পরেছ হয়রাণে॥
হুজুরি নামাজ আর আয়েনী জেকের।
কেমনে করিবে তাহা করনা ফেকের॥
মৌলবী সাহেবে ডাকি জিজ্ঞাস তাহায়।
কেমনে করিবে উহা না দেখে খোদায়॥
নিজের আমল নাই করিবে গোপন।
তোমারে গোমরা বলি করিবে শাসন॥
কোরাণে খবর আছে সোজা পথ ব'লে।
না বুঝে কোরাণ তত্ত্ব পড়েছ অকূলে॥
বুঝিলে কোরাণতত্ত্ব বুঝিতে পারিবে।
এর চেয়ে সোজা পথ আর নাই ভবে॥
বিনা শ্রমে সোজা পথে খোদারে পাইবে।
যে জন কোরাণতত্ত্ব আমল করিবে॥

এবং যে এখানে অন্ধ সে পরকালেও অন্ধ এবং সে পথ ভুলিয়া গিয়াছে। সুরা বণি এস্রাইল। পরিশিষ্ট ২৯ আঃ দেখ।

মন্তব্য—এই পৃথিবীতে আল্লাকে দেখা যাবে।

তুমি বল ইহা ভিন্ন নহে যে, আমি তোমাদের ন্যায় মনুষ্য আমার প্রতি

অহি হইতেছে এই যে, তোমাদের মাবুদ (উপাস্য) এক মাবুদ, অনন্তর যে ব্যক্তি আপন প্রভুর (সাতে) সাক্ষাতের (দেখা করিবার) আশা রাখে তাহার উচিত যে, সৎ কাজ করে এবং আপন পালনকারীর এবাদতে কাহাকেও শরিক না করে। সুরা কাহাফ। পরিশিষ্ট ৩০ আঃ দেখ।

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংনস্য মৎপরাঃ।
অনন্যৈব যোগেন মাংধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ! ময্যাবেশিত চেতসাম্॥

যাহারা কিন্তু সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া আমাতেই চিত্ত একাগ্র করিয়া আমাকে ধ্যান করিতে করিতে উপাসনা করেন; হে পার্থ! আমি সেই মদুপাসনপরায়ণদিগকে মৃত্যুযুক্ত সংসারসাগর হইতে অচিরে (এই জন্মেই তত্ত্বজ্ঞান দিয়া) উদ্ধার করিয়া থাকি।

ভগবান—

(১) সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করা চাই (সর্ব্বানি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য)

(২) আমি ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে প্রীতি থাকা চাই না। (মৎপরাঃ)

(৩) চিত্তকে একাগ্র করিয়া আমি মাত্র অবলম্বন হওয়া চাই। (অনন্যৈব যোগেন)।

(৪) আমাকে ধ্যান করিতে করিতে উপাসনা করা চাই। (ধ্যায়ন্ত উপাসতে)॥

যে ভক্ত তাহার সর্ব্ব কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিতে পারেন অর্থাৎ তিনি যখন আর তাঁহার কোন কর্ম্মেরই কর্ত্তা নহেন বুঝিতে পারেন—আমি তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম করিয়া দিতেছি অনুভব করেন যখন তাঁহার কর্ত্তা অভিমান থাকেনা তিনি তখনই মৎ পরায়ণ হন ; যিনি আমাতেই চিত্ত সমাধান করেন ; আমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমাকে ধ্যান করিতে করিতে উপাসনা তাঁহার হয়—যে ভক্তের চিত্ত অন্য কোন বিষয়ে আর যায় না কেবল আমাতেই প্রবিষ্ট হয় এরূপ ভক্তকে আমি উদ্ধার করি। ধ্যায়ন্ত উপাসতে বলিতেছি—কারণ মনকে বিষয় শূন্য করিলেই ধ্যান হয়। ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ মন হইতে বিষয় চিন্তা দূর করিয়া যখন কোন অবলম্বনে ব্রহ্ম ভাব স্থাপন করাহয় তখনি ধ্যায়ন্ত উপাসতে হয়। যদি একটী নিশ্বাস ও আমার স্মরণ ভিন্ন বাহির না হয় (আনফাছিজেকের) যদি কোন কর্ম্ম তুমি করিতেছ এই ভাবটি না জাগে ; আহার, নিদ্রা, উপবেশন শয়ন, কথোপকথন, সন্ধ্যা, পূজা, অধ্যাপন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা, চুপ করিয়া থাকা ; কোন কিছুতে তুমি করিতেছ বা তুমি কর্ত্তা ইহা মনে না হয় তবেইত সর্ব্বদা আমাতে দৃষ্টি থাকে—আমি যেন তোমার মধ্যে কোথাও আছি, আর আমার প্রকৃতি কর্ম্ম করিতেছে, তুমি নাই এই, বোধ হইয়া যাইবে। (ফনা ফিল্লা)

তুমি দাস আমি প্রভু। দাসের কর্ম্ম প্রভুর সন্তোষের জন্য, কোন রূপ নিজের ফলাকাঙ্ক্ষা দাসের থাকেনা। যতদিন "আমার কর্ম্ম" লোকের থাকে ততদিন কর্ম্মে আসক্তি থাকে বলিয়া কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে হর্ষ, নিষ্ফল হইলে দুঃখ ইহা থাকিবেই কাজেই সম

চিত্ত হওয়া গেলনা। কিন্তু যখন কর্ম্মগুলি ভগবানে অর্পিত হয়, ভগবানের আশ্রয়ে আসিয়া প্রভুর আজ্ঞামত কর্ম্ম করি এই ভাবে যখন দাসের কর্ম্মের কোন ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না তখনই মদ্যোগ আশ্রয় হয়। ইহাকেই প্রকৃত সেরেক হীন বন্দেগী বলে।

এবং যদি তাহাকে (পয়গম্বরকে) ফেরেস্তা করিতাম তবে অবশ্যই আমি তাহাকে আকৃতিতে মনুষ্য করিতাম এবং তাহারা যেরূপ সন্দেহ করিতেছে একান্তই তাহাদের সেরূপ সন্দেহ স্থাপন করিতাম। সুরা আনয়াম "যে হেতু ফেরেস্তাদিগকে আসল আকৃতিতে দেখা মানুষের ক্ষমতা নহে, আর যদি ফেরেস্তা মানুষের আকৃতিতে উপস্থিত হয় তবে তাহারা পুনরায় সেই সন্দেহ করিবে যাহা এখন করিতেছে। "হাদিচ" পরিশিষ্ট ৩১ আঃ দেখ।

মন্তব্য—মনুষ্যের চেহারাতে না আসিলে খোদাকে ও দেখা যাইতে পারে না হিন্দু ধর্ম্ম সহ এক মত।

(আল্লা) বলিলেন :—

কিসে তোমাকে নিষেধ করিল যে, তুমি (ইবলিচ) ঐ বস্তুকে ছেজদা কর

যাহাকে আমি আপন দুই হাতে গড়িয়াছি। সুরা ছাদ। পরিশিষ্ট ৩২ আঃ দেখ।

মন্তব্য—এখানে হাত অর্থ সাকার মূর্ত্তি। সৃষ্টি কালে তিনি প্রথমতঃ নিজের সৃষ্টি শক্তিকে সাকার ভাব অবলম্বন করান পরে ঐ সৃষ্টি শক্তি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করিয়া থাকে।

"খালাকতু আদমা আলা ছুরাতেহি" ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যায়—আল্লা নিজে প্রথমতঃ মনুষ্যের আকার ধারণ করেন পরে ঐ

আকারের অনুরূপ আদমকে সৃষ্টি করেন, অন্যথা নিজ আকৃতির অনুরূপ সৃষ্টি করিলেন এরূপ বলিতেন না।

ত্বমেব সূক্ষ্মা স্থূলা ত্বংব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপিণী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতু মর্হতি॥
উপাসকানাং কার্য্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি।
দানবানাং বিনাশায় ধংসে নানা বিধাস্তনূঃ॥
চতুর্ভূর্জা ত্বং দ্বিভুজা ষড়ভুজাষ্টভূজা তথা।
ত্বমেব বিশ্ব রক্ষার্থং নানা শস্ত্রাস্ত্র ধারিণী॥

তুমি সুক্ষ্মা, তুমিই স্থূলা, তুমি শক্তি স্বরূপা, তুমি ব্যক্ত স্বরূপা তুমি অব্যক্ত স্বরূপা, তুমি নিরাকারা হইয়াও সাকারা। তোমাকে কেহই জানিতে পারে না, তুমি উপাসকদিগের কার্য্যের নিমিত্ত, জগতের মঙ্গলেব নিমিত্ত এবং দানবদিগের সংহারের নিমিত্ত সময়ে সময়ে নানা বিধ দেহ ধারণ করিয়া থাক। তুমি বিশ্ব রক্ষার্থ কখন চতুর্ভুজা, কখন দ্বিভুজা, কখন ষড়ভুজা কখন বা অষ্টভুজা হইয়া নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া থাক।

আল্লাহ্ আদমের আকৃতি তাহার ৬০ গজ (পরিমাণ) সৃষ্টী করিয়াছেন। (মেশকাত, ১ম খণ্ড, (অধ্যায়) বাবু ছালাম, কেতাবুল আদম)

পরিশিষ্ট ৩৬ আঃ দেখ।

বানাকে সুরত আপনি মূরত ঢালা ফিরা কে সাইএগ্রা মিটাদিস্

অঙ্গুষ্ঠ মাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূত ভব্যস্ত ন ততো বিজুগুপ্সতে।

এতদ্বৈ তৎ অঙ্গুষ্ঠ মাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবা ধূমকঃ।
ঈশানো ভূত ভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ এতদ্বৈ তৎ॥
কাঠকোপনিষৎ॥

ব্রহ্ম অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পরিমাণ, কারণ হৃদয় পুণ্ডরীক অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পরিমাণ; পুরুষ ও এই হৃদয় পুণ্ডরীকের ছিদ্র মধ্যবর্ত্তী অন্তঃকরণ উপাধি বিশিষ্ট, তাই তাহাকে ও অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। এই পুরুষের দ্বারাই সমস্ত পরিপূর্ণ আছে, ইনি এই শরীরের মধ্যদেশে অবস্থিতি করেন, ইনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই কাল ত্রয়ের ঈশ্বর। যে ব্যক্তি এতাদৃশ আত্মাকে জানিতে পারেন, তিনি আত্মাকে রক্ষা করার নিমিত্ত প্রয়াস করেন না। এই পুরুষই প্রকৃত ব্রহ্ম পদার্থ॥

এই অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ নির্ধূম জ্যোতি পদার্থের ন্যায়। যোগী-গণ হৃদয় দেশে এই ব্রহ্ম পদার্থের উপলব্ধি করিয়া থাকেন। ইনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, কালত্রয়ের ঈশ্বর। ইনি ইদানীং যেমন প্রাণী শরীরে বর্ত্তমান আছেন, ভবিষ্যৎকালেও তেমন থাকিবেন। ইঁহাকেই প্রকৃত ব্রহ্ম পদার্থ জানিবে।

মন্তব্য—এই অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষের ৬০ গজ লম্বা মানব দেহ।

"Hellaj was no more than the representative of an old idea, Indian in origin, which he combined with sufism, thereby giving an entirely new direction to Islamic thoutht, which was important, as leading to an entirely new development of the conception of god."

হেলাজ (মনসুর) ভারতের (হিন্দু-ধর্ম্মের) পৌরাণিক মতের

প্রদর্শক মাত্র ছিলেন। এবং ঐমত তিনি সুফিদিগের (সাধু-সন্ন্যাসীর) মতের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেন, এবং ইসলামের ধর্ম্ম চিন্তাকে সম্পূর্ণরূপে এক নূতন দিকে পরিচালিত করেন, এইটী অত্যন্ত আবশ্যকীয় বিষয়, কারণ সেই মত হইতে ঈশ্বর তত্ত্ব সম্বন্ধে ইসলাম জগতে এক নূতন ধারণা আসিয়াছে, যে ধারণা পূর্ব্বে ছিল না।

আনাল হক।

মাটীকে সকলে জান মূল ধাতু বলে।
তাহা হতে বহু দ্রব্য দেখিছ সকলে॥
হাঁড়ী, সরা, কলসি, ঘট আছে কত আর
পৃথক্ পৃথক্ নাম আছে বেশুমার॥
মাটির আকার নাই হয় নিরাকার।
বিকার হইলে তার হয় শৈ আকার॥
আকার পাইবা মাত্র হয় তার নাম।
মূলেতে এখনও মাটী বুঝহ ধীমান॥
শুন ভাই এক কথা জিজ্ঞাসি তোমায়।
হাঁড়ী, সরা, ঘট সব মাটী ভিন্ন নয়॥
যদি কেহ বলে কিছু মাটী আন ভাই।
অমনি আনিবে মাটী ঘট আন নাই॥

ঘট ভিন্ন, মাটী ভিন্ন, কোথায় শিখিলে :
বিকৃত আকার দেখে মূল ভুলে গেলে ॥
মাটীত এখন ভাই আছে নিরাকার।
মূল কেন ভুলে যাও দেখিয়া সাকার ॥
সাকার ভাঙ্গিয়া যদি কর নিরাকার।
মূলেতে মিশিয়া পুনঃ হবে নিরাকার ॥
ঘট, মাটী এক বস্তু বুঝিলে এখন।
পৃথক্ দেখিয়াছিলে ভ্রমের কারণ ॥
খোদারে বুঝহ মাটী ঘট তুমি হও।
তুমি খোদা এক কিনা বুঝে তুমি লও ॥
সাকার ও নিরাকার বুঝহ এখন।
এক ভিন্ন দুই নয় বুঝহ সুজন ॥
সাকার ভাঙ্গিলে পরে নিরাকার হয়।
অমনি আবার মূলে পরিণত হয় ॥
সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্ম ছিল নিরাকার।
এখনও আছেন তিনি সেরূপ প্রকার ॥
সাকার জগৎ হয় তাঁহার বিকার।
বিকার হইলে দূর পুনঃ নিরাকার ॥
ইহার প্রকৃত জ্ঞান হইবে তখন।
"আমি কে" বিচার তুমি করিবে যখন ॥
এ দৃশ্য জগৎ ধন পুত্র পরিজন।
খোদা ভিন্ন সমুদয় ভুলিবে তখন ॥

বাহ্যদৃষ্টি যাবে দূরে অন্তর্দৃষ্টি হবে।
খোদা ভিন্ন আর কিছু দেখিতে না পাবে॥
এ ভব সংসার তব মিথ্যা জ্ঞান হবে।
বিশ্বময় খোদা এই জ্ঞান তব হবে॥
পারিবে তখন তুমি খোদারে চিনিতে।
গুণান্বিত হবে তুমি খোদার গুণেতে॥

তুমি (হে মহাম্মদ) ফেরেস্তাদিগকে দেখিবে আরশের চারি পাশ্বে ঘিরিয়া রহিয়াছে। সুরা জোমর। পরিশিষ্ট ৩৩ অং দেখ।

মন্তব্য—আরশ খোদার বসিবার আসন বিশেষ। তাহার চারিদিকে যখন ফেরেস্তা দাঁড়াইবে তখন ঐ আরশ সীমা বিশিষ্ট। (বলদ সুরা ১৮ আয়েত) "সৎকার্য্যকারীগণ দক্ষিণের মালিক।" (বলদ সুরা ১৯ আয়েত) "কোরাণের আয়েত অস্বীকারকারীগণ বামদিগের মালীক।" এস্থলে দেখা যায় সাকার ব্যতীত নিরাকার আল্লা ঐরূপ আরশে বসিতে পারেন না বা তাঁহার দক্ষিণ ও বাম থাকিতে পারে না। অতএব সাকার ব্যতীত নিরাকার খোদাকে দেখা যাইতে পারে না ইহাই হিন্দু ধর্ম্মের মত ও কোরাণের মত। কেয়ামতের সময় যখন দেখা দিবেন তখন সাকার রূপ অবলম্বন করিয়া আসনে বসিবেন ও সকলেই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে।

আমি খোদাকে দেখিয়াছি অতি সুন্দর ছুরাত (চেহারা)। মিস্কাত হদিছ পরিশিষ্ট ৩৪ আঃ দেখ।

মন্তব্য—মহাম্মদ (আলা) খোদাকে সাকার রূপে দেখিয়াছেন। যাহারা অন্ধ তাহারাই বলে ইহ জগতে দেখা যাইবে

না। ইহ জগতে দেখা যাইবে তাহার দলীল পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে*।

কখন বালক কখন যুবক
কখন বৃদ্ধের বেশে।
অতি সুচতুর মাশুক আমার
সদা দেখা দেয় এসে॥
আহা মরি-মরি মন প্রাণ চুরি
ক'রে সে পলায়ে যায়।
ধরি, ধরি, ধরি, ধরিতে না পারি
হ'ল যে বিষম দায়॥

মৌলানা রুম পরিশিষ্ট ৩৫ আঃ দেখ।

মন্তব্য—মৌলানা রুম ইহ জগতে আল্লাকে সাকার রূপে দেখিয়াছেন।

সৎকাজ করিলে ও সেরেকহীন বন্দেগী করিলে খোদাকে দেখিতে পাওয়া যাইবে এবং যে দুনিয়াতে দেখিতে না পাইবে সে পরকালেও দেখিতে পাইবে না। তিনি নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ, বাক্য ও মনের অগোচর; এইরূপ ব্রহ্মকে কেহই দেখিতে পারে না সত্য, শুধু জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। সে জ্ঞান সাধারণ জ্ঞান নহে বা সাধারণ মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। পরম যোগীগণ সংসার ত্যাগ করিয়া নির্জনে সন্ন্যাস যোগ দ্বারা বিশিষ্টরূপে আত্ম-জ্ঞান সম্পন্ন হইলে পর ঐরূপ ব্রহ্মের উপলব্ধি কথঞ্চিৎ করিতে সক্ষম হয়।

সাধারণ লোকে ভক্তিযোগে ঐশ্বরিক প্রেম দ্বারা ব্রহ্মকে সাকাররূপে দেখিতে সক্ষম হয়। হিন্দুদিগের মত। এবং এইরূপ অনেকবার ভিন্ন ভিন্ন আকারে ব্রহ্ম দেখা দিয়াছেন।

"দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থ মাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥"

মার্কণ্ডেয় পূরাণ

দেবতাদিগের কার্য্য সিদ্ধির জন্য যখন তিনি সাকাররূপে দেখা দেন তখন তাঁহাকে উৎপন্ন হওয়া বলা হয়।

সাধকের মনোবাঞ্ছা পূরণের তরে।
ইচ্ছা মত রূপ ধরি দেখা দেন তাঁরে॥
যে সাধক যেরূপেতে দেখেছেন তাঁরে।
সেরূপ বর্ণন তিনি গিয়াছেন ক'রে॥
এইরূপে নানারূপ শাস্ত্রেতে প্রচার।
ঘুচিবে তোমার ভ্রম করিলে বিচার॥
শাস্ত্রেতে বর্ণিত তাই আছে যত রূপ।
পরস্পর ভিন্ন নহে সব ব্রহ্মরূপ॥
পরস্পরের ভেদ জ্ঞান করিবারে দূর।
ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখায় একের স্বরূপ॥
নাহি কোন ভেদাভেদ গুণেতে সমান।
যে জন পৃথক ভাবে সেইত অজ্ঞান॥
ক্রমে ক্রমে ভেদ জ্ঞান দূর হবে যবে।
সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম ময় জ্ঞান হবে॥

নির্গুণ ব্রহ্মের কিবা দিব পরিচয়।
ধারণা দূরের কথা নির্দ্দেশ না হয়॥
অদৃশ্য অগ্রাহ্য তিনি গোত্র বর্ণ হীন।
নাসা কর্ণ হস্তপদ নয়ন বিহীন॥
অশব্দ অস্পর্শ তিনি অরূপ অব্যয়।
কেমনে তোমারে দিব তাঁর পরিচয়॥
অগোচর হন তিনি বাক্য ও মনের।
হইবে কেমনে তাঁর ধারণা জীবের॥
হস্ত শূন্য তবু তিনি করেন গ্রহণ।
পদ নাই তবু তিনি করেন গমন॥
চক্ষু নাই তবু তিনি করেন দর্শন।
কর্ণ নাই তবু তিনি করেন শ্রবণ॥
সর্ব্বজ্ঞ অথচ কেহ জানেনা তাঁহাকে।
মহান্ পরম পুরুষ বলে সর্ব্ব লোকে॥
হেন ব্রহ্মে যেই জন বলে আমি জানি।
সত্যই সেই জন কপট ও অজ্ঞানী॥
নিবাত নিস্কম্প ভাব সাগরে যেমন।
নির্গুণ ব্রহ্মের ভাব বুঝহ তেমন॥
প্রশান্ত বিক্ষুব্ধ ভাব এক সাগরেতে।
সগুণ নির্গুণ ভাব তেমতি ব্রহ্মেতে॥
সাগরে উৎপত্তি স্থিতি লয় তরঙ্গের।
ব্রহ্মেতে উৎপত্তি স্থিতি লয় জগতের॥

সত্য বটে অদ্বিতীয় সৃষ্টির আদিতে ।
সৃষ্টি কালে ব্যক্ত তিনি হন ত্রিমূর্ত্তিতে ॥
সৃষ্টি স্থিতি লয় গুণ ব্যক্ত ত্রিরূপেতে ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নামে প্রচার জগতে ॥
সৃষ্টির পূর্ব্বেতে ব্রহ্ম ছিলেন নিরাকার ।
সৃষ্টি কালে তিনি পরা প্রকৃতি সাকার ॥
আত্মার অখণ্ড সুখ ইচ্ছা যদি থাকে ।
এদুয়েতে ভেদ জ্ঞান কভু না করিবে ॥
সর্ব্বদৃশ্য বাহ্য রূপ না থাকা কারণ ।
আকাশ স্বরূপ ব্রহ্ম নিরাকার হন ॥
চিৎ স্বরূপ জন্য তিনি হ'ন অনাকাশ ।
এইত সাকার রূপ বুঝহ আভাস ॥
নির্গুণেতে নিরাকার সগুণে সাকার ।
তাই নানা রূপে তিনি জগতে প্রচার ॥
সেই রূপ ধ্যান কর যাহা মনে লাগে ।
ধ্যানেতে ডুবিয়া রবে সংসার ভুলিয়ে ॥
তবেত পাইবে তুমি তাঁহারে দেখিতে ।
যেমন করিবে ধ্যান তেমনি রূপেতে ॥
যেরূপ করিয়া ধ্যান দেখিতে চাহিবে ।
আসিবেন সেই রূপে চিনিতে পারিবে ॥
জগতের যত রূপ সকলি খোদার ।
প্রতিমার রূপ তবে বলনা কাহার ॥

প্রতিমা ঈশ্বর এবে ব্রহ্মসত্ত্বা জ্ঞানে।
এ জ্ঞান জ্ঞানের হেতু বিচারহ জ্ঞানে॥
শত্রু, মিত্র, আত্ম, পর ভেদ নাহি রবে।
বিশ্বময় আছে খোদা সতত দেখিবে॥
যাহা কিছু দেলে চক্ষে দেখিতে পাইবে।
সমস্তই খোদা ব'লে তার জ্ঞান হবে॥
ইহাই প্রকৃত জ্ঞান বুঝহ ধীমান।
এই জ্ঞান শ্রেষ্ঠ-জ্ঞান প্রমাণ কোরাণ॥
হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকে সর্ব্ব সংস্থিতৌ।
বিষ্ণুপুরাণ।

হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ, এই শক্তিত্রয় বিশ্বাধার অদ্বিতীয় ভগবানে অবস্থিত আছে।

সন্ধিনী শক্তিযোগে মহেশ্বর সৎ, সংবিৎ শক্তিযোগে চিৎ ও হ্লাদিনী শক্তিযোগে আনন্দ স্বরূপ হয়েন। সন্ধিনী-শক্তির ক্রিয়া সত্তা বা সত্য, সংবিৎ শক্তির ক্রিয়া জ্ঞান এবং হ্লাদিনী শক্তির-ক্রিয়া আনন্দ। এই তিনটী ভগবানের জাতীয় নাম অন্যান্যগুলি গুণবাচক। "হ্লা" ভগবানের এই জাতীয় নাম হইতে দেশ ভেদে ও উচ্চারণ ভেদে "আল্লা" নাম হইয়াছে। "হ্লা" শব্দটী পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিলেও "আল্লা" এই আওয়াজ আসিয়া যাইবে। "হ্লা" হইতেই আল্লা শব্দের উৎপত্তি। হিন্দু-শাস্ত্রে ভগবানের আরও অনেক নাম পবিত্র কোরাণে আছে। উদাহরণ স্বরূপ দেওয়া গেল ঃ—

হিন্দু নাম	কোরাণ
ক্রীম্	করিম,
হ্রীম্	রহিম
ক্লীম্	কলিম

দেশ ভেদে ও উচ্চারণ ভেদে ঐরূপ হইয়াছে তাহা নিজে একটু আরব দেশের ন্যায় উচ্চারণ করিলে সন্দেহ যাইবে। এ বিষয় বেশী লেখা অনাবশ্যক যে জ্ঞানী সে ইসারেতেই বুঝিতে পারে।

কোরবানি।

আবদুল কাদের জিলানি নামে পীর
মোছলেম জগতে সদা আছেন জাহির॥
বগদাদ হ'তে বৃদ্ধা বিধবা আসিয়া।
নিজপুত্র তাঁর করে দিলেন সঁপিয়া॥
কিছুদিন পরে বৃদ্ধা বিচারিল মনে।
কি হালেতে আছে পুত্র দেখিব নয়নে॥
এতেক চিন্তিয়া বৃদ্ধা ত্বরিত গমনে।
চলিলেন দেখিবারে আপন সন্তানে॥
খানিকাতে পৌঁছিয়া দেখেন পুত্রধনে।
শুষ্করুটী খাইতেছে বিষণ্ণ-বদনে॥

অতি শীর্ণকায় তার মলিন-বদন।
দেখিয়া বৃদ্ধার দুঃখ হইল তখন॥
দ্রুত-পদে পীর সনে হ'য়ে উপনীত।
মোরগের হাড় তথা দেখে অগণিত॥
শিষ্যে দিয়ে শুষ্ক রুটী নিজে গোস্ত খান।
তা-দেখে শিষ্যের মাতা ক্রোধ ভরে কন॥
বল, বল, পীর ইহা তোমাকে কি সাজে।
পুত্রে দিয়ে শুষ্ক রুটী গোস্ত খাও নিজে॥
সে বৃদ্ধার ভ্রম দূর করিবার তরে।
মোরগের প্রাণ দান সেইক্ষণে করে॥
বৃদ্ধারে সম্বোধি পীর বলেন তখন।
এ ক্ষমতা তব পুত্রে আছে কি এখন॥
এরূপ ক্ষমতা তার যেই দিন হবে।
ইচ্ছামত খাদ্যে তার অধিকার হবে॥
পশু মেধ যজ্ঞ করি যুত ঋষিগণ।
পুনরায় তাহাদের দিত যে জীবন॥
এখন সে ক্ষমতা যে গিয়াছে তোমার।
বৃথা পশু হত্যা কেন কর বেশুমার॥
খলিল উল্লার নাম শুনিয়াছ ভাই।
কোরবানি করিল পশু সংখ্যা তার নাই॥
সন্তুষ্ট না হ'য়ে খোদা আদেশে তাহাকে।
মহব্বতের চিজ বলি দেওহে আমাকে॥

নিজ পুত্রে খলিল কোরবানি করিতে ।
অমনি দিলেন বাধা ফেরেস্তা যোগেতে ॥
একবার স্থির ভাবে দেখ মনে ভেবে ।
মহব্বতের চিজ কিবা আছে তব ভবে ॥
দীন ত্রৈলোক্য বলে ছুটি কর জুড়ি ।
আত্ম প্রাণ বিনা আর কিছুত না হেরি ॥
ঐশ্বরিক প্রেমের ছুরি করিয়া গ্রহণ ।
আত্ম-প্রাণ খোদা তরে কর বিসর্জ্জন ॥
কি হিন্দু কি মুসলমান সকলে সমান ।
প্রকৃত কোরবানি কিবা বুঝহ ধীমান ॥
হত্যার বহুত চিজ আছে তব দেহে ।
ষড়রিপু তাদের নাম সর্ব্ব কর্ম্ম-নাশে ॥
ইন্দ্রিয়গণের দেখ আশ্চর্য্য ব্যাপার ।
তবদেহে থেকে করে তব অপকার ॥
খোদা হ'তে মন তব চুরি করি লয় ।
মিথ্যাকে সত্য ব'লে তোমাকে দেখায় ॥
ওই সব শত্রুগণে নাশিবার তরে ।
জিহাদি নফস্ নবি উপদেশ করে ॥
পশু হত্যা ছাড়ি কর আত্ম-শত্রু-নাশ ।
যাহাতে হইবে তব জ্ঞানের প্রকাশ ॥
জ্ঞানের প্রকাশ হ'লে লভিবে খোদায় ।
ইহা ভিন্ন অন্য কোন নাহিক উপায় ॥

হিন্দু ও মুসলমান দেখ ভেবে চিতে।
পশু হত্যা ক'রে খোদায় চাহ কি তুষিতে॥
হেন অজ্ঞানতা তুমি পেলে কোথা হ'তে।
মহব্বতের চিজ খোদা চায় তোমা হ'তে॥
বুঝ"লান্ তানালুন্ বেরেঁা হাত্তা তন্।
ফেক্কু মিম্মাতো হেবব্ূন্" করিয়া যতন॥
পশুহত্যা ক'রে যদি খোদা পাওয়া যায়।
যান্নাত সহজে পাবে কসাই নিশ্চয়॥
পুল ছিরাত সবাই হইবারে পার।
বৃথা পশু হত্যা দেখি করে বেশুমার॥
জ্ঞান-পুল পার হবে পশুহত্যা ক'রে।
এর চেয়ে অজ্ঞানতা না পাই বিচারে॥

প্রকৃত হজ কি ?

মৌলানা রুম হইতে কথিত আছে যে প্রকৃত হজ (তীর্থ) মানবের হৃদয়কে হস্তগত করা, অর্থাৎ মানবের হৃদয়কে হস্তগত করিতে প্রয়াসী হও ইহাই প্রধান হজ এবং তীর্থ অনুষ্ঠান। উক্ত মর্ম্মটী মৌলানা রুম হইতে উদ্ধৃত যথা—

পরিশিষ্ট ৩৭ আঃ দেখ।

পবিত্র মক্কাধাম ঈশ্বরের আদেশ মত হজরত ইব্রাহিম গঠিত করিয়াছেন এবং ঈশ্বর মানবের হৃদয়কে পবিত্র মক্কাপেক্ষা উৎকৃষ্ট

জানিয়া নিজে অবস্থিতি করিবার উদ্দেশে স্বহস্তে গঠিত করিয়াছেন যথা—

পরিশিষ্ট ৩৮ আঃ দেখ।

মক্কা সরিফে যাওয়া জাহেরা হজ অর্থাৎ দানাদি কার্য্য করা। এই হজ ধনী লোকের জন্য ব্যবস্থা গরিব লোকের জন্য ফরজ নয় তবে কি তাহারা খোদার সাক্ষাৎকার লাভ করিবে না ? এটী ভূল, আল্লার নিকট ধনী ও দরিদ্র সকলই সমান। আল্লা মানব দেহে আছেন, অতএব এই দেহই বয়তুল্লা, এই দেহরূপী বয়তুল্লা ঘুরিয়া আল্লার সাক্ষাৎ করিতে হইবে। ইট পাথরের বয়তুল্লা ঘুরিয়া খোদার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। এই জন্যেই হাদিছে আছে নিজকে চিনিতে পারিলেই খোদাকে চিনিতে পারা যায়। মক্কা সরিফে যাইবার ব্যবস্থা করিবার কারণ এই যে অন্যত্র ভাল কামেল পীর পাওয়া কঠিন। শুধু এলেম থাকিলেই কামেল হয় না এই জন্য মক্কা সরিফে যাইয়া কামেল পীর অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে হইবে এইটীই মুখ্য উদ্দেশ্য, সুধু দেশ ভ্রমণ বা হাজী-নাম লাভ করা উদ্দেশ্য নয়। মোছলেম দিগের হজের ও হিন্দু-দিগের প্রয়াগ তীর্থের উদ্দেশ্য একই প্রকার, উভয় স্থলেই মস্তক মুণ্ডনের ব্যবস্থা আছে। মুণ্ডনের মূল উদ্দেশ্য একরূপ নূতন জন্ম। পূর্ব্বকৃত পাপ বিধৌত করিয়া ঐ সময় হইতে পবিত্র ভাবে অবশিষ্ট জীবন যাপন করিতে হইবে ও সর্ব্ব প্রকার কায়িক ও মানসিক পাপ কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। হজ করিবার সময় সর্ব্ব প্রকার প্রাণী হিংসা করা, এমন কি, গাছের পাতাটী পর্য্যন্ত ছিন্ন

করা নিষেধ। বড়ই পরিতাপের বিষয়, প্রকৃত হজের মূল উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত না করিয়া সুধু হাজি নাম করা প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। হজ হইতে অথবা প্রয়াগ তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়া যাহারা কোন প্রকার প্রাণী হিংসা বা কায়িক, মানসিক পাপ করে তাহাদের হজ বা প্রয়াগ তীর্থ পালন জন্য কোনই ফল হয় না। পক্ষান্তরে হুকুম অমান্য জন্য গুরুতর পাপে পাপী বটে।

কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভুবন জননী ব্যাপিনী জ্ঞান গঙ্গা।
ভক্তি শ্রদ্ধা গয়েয়ং নিজগুরু-চরণ ধ্যান যোগঃ প্রয়াগঃ॥
বিশ্বেশোয়ং তুরীয়ঃ সকলজন মনঃ সাক্ষিভূতোঽন্তরাত্মা।
দেহে সর্ব্বং মদীয়ে যদি বসতি পুনস্তীর্থ মন্যৎ কিমস্তি॥

মানব দেহ কাশীক্ষেত্র, জ্ঞান গঙ্গা, ভক্তি ও শ্রদ্ধা গয়া, গুরুর চরণ ধ্যান প্রয়াগ, জীবের অন্তরে সাক্ষী রূপে যে পরমাত্মা সদা বাস করিতেছেন তিনিই বিশ্বেশ্বর। মানব দেহে সমস্ত তীর্থই আছে, অন্য তীর্থ ভ্রমণের কোন আবশ্যকতা নাই।

ইদং তীর্থ মিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসাঃ জনাঃ।
আত্ম তীর্থং ন জানাতি কথং মোক্ষং বরাননে॥

যাহারা অজ্ঞান তাহারাই তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করে কিন্তু নিজের দেহে যে তীর্থ আছে তাহা যে না জানে তাহার মুক্তি হইতে পারে না।

ইড়া ভগবতী গঙ্গা পিঙ্গলা যমুনা নদী।
ইড়া পিঙ্গলয়োর্ম্মধ্যে সুষুম্না চ সরস্বতী॥

ত্রিবেণী সঙ্গম যত্র তীর্থরাজ স উচ্যতে।
তত্রস্নানং প্রকুর্ব্বীত পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

ইড়া, পিঙ্গলা, ও সুষুম্না এই তিনটী নাড়ী নাসা মূলে একত্রিত হইয়াছে ; ঐটীই প্রকৃত ত্রিবেণী তীর্থ। ইহার ভেদ পীরের নিকট পাইবে।

জাকাত।

মালের জাকাত দিবার আদেশ আছে অর্থাৎ প্রত্যেক বৎসরে যাহা লাভ করিবে তাহার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ মিস্কিন্‌কে, (দীন হীন দরিদ্রকে) ও ফকিরকে (যাহার এক বেলার বেশী আহার সংস্থান নাই) দিবে। ইহা ধনীর জন্য ব্যবস্থা, দীনহীন দরিদ্রের জন্য নহে। ইহার মূল উদ্দেশ্য পরোপকার। জীব হত্যা করিয়া দশজনকে খাওয়াইতে হইবে এটী ভ্রম ধারণা। জীব হত্যা দ্বারা গরিবের কোন উপকার হয় না বরং ঐ টাকা তাহাকে নগদ দিলে প্রকৃত উপকার করা হয়। জাহেরা জাকাত "পুণ্যং পরোপকারেচ পাপঞ্চ পরপীড়নে"।

বাতুনী জাকাত ; যতদিন জীবের শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতেছে ততদিন সে মালদার। অগাধ সম্পত্তি থাকে অথচ দম্ না থাকে তাহা হইলে তাহাকে কেহ আর মালদার বলে না। অতএব শ্বাসপ্রশ্বাসই প্রকৃত মাল ইহার জাকাত দিতে হইবে অর্থাৎ প্রতি দম্‌ই শেষ দম্ এই মনে করিয়া প্রতি দমেই খোদাকে স্মরণ করিবে। দিবা রাত্রে

২৪৬০০ বার শ্বাস-প্রশ্বাস হয়। তাহার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ অন্ততঃ ৬১৫ বার প্রতি দিন আন্‌ফাছি (শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা) জেকের (স্মরণ) প্রকৃত জাকাত। ২৪ ঘণ্টার ৪০ ভাগের এক ভাগ ৩৬ মিনিট। দৈনিক ৫বার নমাজে অন্যূন ঐ সময় আবশ্যক হয় ঐ জাকাত আদায় জন্য অন্যূন ৫ বার নমাজ "জেকের" করিতে হইবে অন্যথা খোদার আদেশ পালন করা হয় না।

আল্লার জেকের (স্মরণ) চারি মোকামে হয়ঃ—মুখে জপ করাকে জেকের লিছানি, শ্বাস-প্রশ্বাসে অর্থাৎ প্রতি দমে স্মরণ আন্‌ফাছি জেকের, দেলেতে সর্ব্বদা স্মরণ করা কালবি জেকের, খোদাকে প্রত্যক্ষ দুনিয়াতে দেখা জেকের আয়েনী। খোদাকে কিরূপে দেখা যায় তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে জন্য এখানে আর পুনরুক্তি করা হইল না। যে সমস্ত মৌলবী মৌলানা আমল দ্বারা কামেল হয় নাই তাহারা নিজের অজ্ঞতাকে ছাপাইয়া রাখার জন্য সৃষ্ট পদার্থ দেখিয়া খোদাকে স্মরণ করা এইরূপ আঁয়েনী জেকেরের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যদি তাঁহাদের ব্যাখা সত্য হইত তাহা হইলে "নিজকে চিনিলে খোদাকে চিনিবে" এই কথা কোরাণে থাকিত না।

'রোজা'

জন সমাজকে সর্ব্বপ্রকার হারাম (পাপ কার্য্য, পাপ চিন্তা ও অন্যান্য যাবতীয় দুষ্কর্ম্ম) পরিত্যাগ করা ও হালাল (সর্ব্ব

প্রকার সৎকার্য্য) আমল করা ইহার উদ্দেশ্য। স্বাস্থ্যের সঙ্গে ধর্ম্মের অতি নিকট সম্বন্ধ। শরীর সুস্থ না থাকিলে ধর্ম্ম কার্য্য অনুষ্ঠান ও মনস্থির করা যায় না। এই জন্যই রম্‌জান মাসে আহার সংযম দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি ও সদা সর্ব্বদা সৎকার্য্য দ্বাঁরা আত্মোন্নতি উদ্দেশ্যে রোজার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বাতুনী রোজা—বাপের পোস্ত রমজানের চাঁদ, মাতৃগর্ভ রমজানের রাত্রি, প্রভাত জন্ম। জন্ম হইতে রোজা আফতার (মৃত্যু) পর্য্যন্ত রোজা থাকিবে পাপ কার্য্য করিবে না, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি প্রকৃত মমিন হইবে এবং হাসর ময়দানে (মমিনের দেলে) খোদাকে দেখিতে পাইবে ও খুসি হইবে ইহাকেই ইদ্ বলে। মমিন্ লোকের ইদ্ খোদা সাক্ষাৎ হেতু প্রতিদিনই হইয়া থাকে ও বেহেস্তের আরাম ভোগ করে।

নামাজ।

১। জুম্মাতে সাধারণের সম্মুখে যে নামাজ হয় তাহার নাম এতায়তি বা তাবেদারী নামাজ। মালেকের সহিত জানা শুনা বা দেখা সাক্ষাৎ নাই; মালেকের চিঠি অনুসারে কার্য্য করাকে তাবেদারী বলে। এস্থলে চিঠির মর্ম্ম না জানিলে ও না বুঝিলে তাবেদারী করাও চলে না। কোরাণ খোদার চিঠি, আমি তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিলাম না; যে বুঝাইতে পারে তাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলাম না কোরাণ পাইয়া তাহা যত্নের সহিত প্রতিদিন চুম্বন

করিয়া ভাল কাপড়ে বান্ধিয়া উঠাইয়া রাখিলাম, কাজের ত্রুটি হইলে মালেক যখন শাসন করিবে, তখন যদি বলি আমি আপনার চিঠি পড়িয়া দেখি নাই বা বুঝিতে চেষ্টা করি নাই, তখন মালেক আমার ত্রুটি ক্ষমা করিবেন কি? অতএব আশা করি সর্ব্ব সাধারণ আমার এই কোরাণ-তত্ত্ব পাঠ করিয়া কোরাণের সার মর্ম্ম অবগত হইবেন এবং তদনুসারে কার্য্য করিবেন।

২। বন্দেগী নামাজের নাম এবাদতি ইহার সার তত্ত্ব সেরেক হীন বন্দেগী করিলে খোদার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে সেই স্থলে বিশেষ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

৩। দায়েমী নমাজ—দায়েমী অর্থ হামেসা। সর্ব্বদা খোদার নিকটে হাজির থাকা ও তাঁহাকে দেখা এবং তাঁহার সেবা করা ইহার প্রকৃত অর্থ। এই নামাজে হুজুরী দেল্ হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ খোদাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া (আয়েনী জেকের) কাল্‌বি জেকের (দেলে ইয়াদ্) আমল করাকে প্রকৃত দায়েমী নমাজ বলে। ইহার ফলে জান্নাতে দাখেল হওয়া যাইবে। এস্থলে জান্নাতে দাখেল অর্থ খোদার সাক্ষাৎ বুঝিতে হইবে। এই জন্যই পবিত্র কোরাণে ছেজ্‌দা করিতে ও নিকটবর্ত্তী হইতে আদেশ করিয়াছেন। মালেকের সঙ্গে দেখা হইল, আমি তাঁহার গোলাম হইলাম; মালেক যেখানে থাকে গোলামকে সেইখানেই থাকিতে হয় মালেক জান্নাতে আছেন সুতরাং গোলামকে সেইখানেই থাকিতে হইল। সুতরাং ইহ জীবনেই জান্নাতে দাখিল হইলাম দোজখের ভয় গেল। এখন জিজ্ঞাস্য খোদাকে যদি কেয়ামতের পূর্ব্বে দেখা না যায়

তাহা হইলে দায়েমী নামাজ দুনীয়াতে কি রূপে হইবে। মৃত্যুর পর নামাজ হয় না সুতরাং ইহ কালে ও পরকালে টীকাকারের ব্যাখ্যা মত দায়েমী নামাজ আদৌ হইতেই পারে না।

হিন্দুদিগের সন্ধ্যা বন্দনা ও মুসলমান দিগের নামাজ একই উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা দ্বারা মানবের হৃদয় হইতে সর্ব্ব প্রকার পাপচিন্তা দূরীভূত হইয়া হৃদয় নির্ম্মল হয়। যদি সন্ধ্যা বন্দনা ও নামাজ করিলে হৃদয় নির্ম্মল না হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আমার সন্ধ্যা বন্দনা বা নামাজ করা হয় নাই। শুধু কায়িক পরিশ্রম হইয়াছে মাত্র। যদি আমি কোন ব্যক্তিকে প্রতিদিন ডাক যোগে চিঠি পাঠাই অথচ কোন উত্তর না পাই তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আমার চিঠি যথা স্থানে পৌঁছে নাই। আর যদি উত্তর পাওয়া যায় তাহা হইলে চিঠি যথা স্থানে পৌঁছিয়াছে নিঃসন্দেহ ভাবে জানা যাইবে। সেই রূপ যদি নামাজ ও সন্ধ্যা বন্দনা দ্বারা আমার হৃদয হইতে সর্ব্ব প্রকার পাপচিন্তা বিদূরিত না হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আমার নামাজ বা সন্ধ্যা বন্দনা আল্লার বা ভগবানের নিকট পৌছে নাই অর্থাৎ ঐ সমস্ত কার্য্য বিফল ও পণ্ড হইয়াছে। উপরোক্ত বাক্যগুলির উপর দৃষ্টি রাখিয়া মানব সমাজ নামাজ বা সন্ধ্যা বন্দনা করেন ইহাই বাঞ্ছনীয়।

সৎ কর্ম্মই এক মাত্র মুক্তির উপায় তাহার দলীল।

মুসলিম (পবিত্র কোরাণ খোদা ও রসুলের প্রতি যাঁহারা ইমান আনিয়াছেন) ইহুদী, খ্রীষ্টান সেবিয়ান (নক্ষত্রাদির পূজক) প্রভৃতি (যাহারা পবিত্র কোরাণের প্রতি ও রসুলের প্রতি ইমান আনেন নাই) যে কেহ হউক যদি সে খোদায় ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং নেক আমল (সৎকর্ম্ম) করে তাহা হইলে খোদার নিকট তাহার অশেষ পুরস্কার, তাহার দোজখের (নরকের) ভয় থাকিবে না বা কোনরূপ অনুতাপ করিতে হইবে না। সুরাবকর পরিশিষ্ট (৩৯) আয়াত দেখ।

অন্যান্য জাতির দেব-দেবীর ও প্রতিমাদির প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন বা নিন্দা করা পবিত্র কোরাণে নিষেধ আছে তাহার দলীল।

তাহারা আল্লা ব্যতীত আর যে সকলকে ডাকে তাহাদিগকে কোনরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন, ঘৃণা বা নিন্দা করিও না তাহাতে হয়ত তাহারা সীমা অতিক্রম করিয়া খোদাকেও অবজ্ঞা করিতে পারে। এ হেতু যে খোদা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য জ্ঞান ও বিবেকের অনুমোদিত অর্থাৎ যে কার্য্য সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মতে সৎকর্ম্ম তাহাকেই সৎ বলিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন। যখন সকলে খোদার নিকট ফিরিয়া আসিবে তখন তাহাদের আপন সৎ-কর্ম্মের বিষয় তাহাদিগকে জানান হইবে অর্থাৎ তদনুসারে পুরস্কার বা দণ্ড দেওয়া হইবে সুরা আনাম পরিশিষ্ট (৪০) আয়াত দেখ।

অন্যান্যকে খোদারূপে গ্রহণ করাও যে খোদার অনুমোদিত ও তৎপ্রতি কোনরূপ হস্তক্ষেপ, করাও যে নিষেধ তাহার দলিল।

যদি আল্লা ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে তাহারা অন্যান্যকে খোদারূপে গ্রহণ করিতে পারিত না, হে মহাম্মদ (আলা) তাহাদের রক্ষকরূপে তোমাকে নিযুক্ত করি নাই, বা তাহাদের ভার তোমার উপর অর্পিত হয় নাই সুরা আনাম। পরিশিষ্টে ৪৩ আয়াত দেখ।

মন্তব্য—উপরোক্ত আয়াত তিনটী দ্বারা পবিত্র কোরাণের অতুলনীয় মহত্ত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে, কোন ধর্ম্মের নিন্দাবাদ করা দূরের কথা পক্ষান্তরে সকল ধর্ম্মের প্রতিই সমান আদর দেখান হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও উপাসনা প্রণালী সম্বন্ধে পবিত্র কোরাণের উদারতা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে।

গভীর হলুদ বর্ণের গো দেখিতে অতি সুন্দর জন্য ইসরাইলরা তাহা পূজা করিত ঐ গো-পূজা নিবারণ জন্য শুধু ঐ গভীর হলুদ বর্ণের গো-বধের আদেশ হয় তাহার দলীল।

তাহারা বলিল হে মুসা "তুমি খোদাকে জিজ্ঞাসা কর যে গো বধ করিতে আদেশ হইয়াছে তাহার বর্ণ কিরূপ? মুসা বলিলেন খোদা বলিতে-ছেন সে গো অতি নিশ্চয় হলুদ বর্ণের হইতেই হইবে; সাধারণ হলুদ বর্ণ নয় অত্যধিক হলুদ বর্ণ যাহা দেখিবামাত্র দর্শকের আনন্দ জন্ম।

সুরা বকর। পরিশিষ্ট (৪১) আয়াত দেখ।

মন্তব্য—ঐরূপ গো ব্যতীত অন্যরূপ গো-বধের আদেশ নাই। ঐরূপ গো পাওয়া যায় না। ৪০ বৎসর অনুসন্ধানের পর মুসা পয়গম্বরের সময়

একটী মাত্র ঐরূপ গো পাওয়া যায়? যে কোন বর্ণের যে কোন গো-বধ করার আদেশ পবিত্র কোরাণে নাই, এই আয়াত দ্বারা বিশেষরূপে প্রকারান্তরে নিষেধ করা হইয়াছে। ধর্ম্মের জন্য বা খোদা সন্তোষের জন্য গো-বধ করিতেই হইবে এরূপ ব্যবস্থা পবিত্র কোরাণে নাই।

ইদুজ্জোহা

খোদা সন্তোষের বা ধর্ম্মের জন্য জীবহত্যা অনাবশ্যক তাহার দলীল।

আল্লার নিকট গোস্ত বা রক্ত কিছুই পৌঁছে না বা তিনি তাহা ইচ্ছা করেন না, বরং তোমরা অসৎ কর্ম্ম হইতে নিজকে রক্ষা কর ইহাই তিনি ইচ্ছা করেন। তিনি তোমাদিগের অধীনে থাকিয়া কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য পশুদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন সেজন্য তোমরা খোদার বহু প্রশংসা করিবে এবং ঐ সমস্ত নিরীহ পশুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তোমরা খোদার নিকট নম্র ও নিরীহ হইতে শিক্ষা লাভ করিবে। এই সৎপথ প্রাপ্তির অর্থাৎ সৎশিক্ষার জন্যই খোদা এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহারা অন্যের মঙ্গল সাধন করে তাহাদের মঙ্গল করিয়া থাকেন। সুরা হজ পরিশিষ্ট ৪২ আয়াত দেখ।

মন্তব্য—এই আয়াতে খোদা পশুদিগের মঙ্গল সাধন করিতে উপদেশ দিয়া প্রকারান্তরে স্পষ্টভাবে হত্যা করিতে নিষেধ করিতেছেন। ইদুজ্জোহা শুধু যাহারা হজ করিতে পবিত্র মক্কা সরিফে যাইবেন তাহাদের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। হজ সুরা পাঠ করিলে ইহার সত্যতা জানিতে পারিবেন। মক্কাতে হজের সময় প্রত্যেককে গরিব দুঃখীদের খোরাকের জন্য উট কোরবানি করিতে আদেশ দিয়া ঐ কোরবানি হইতে নিজকে কোরবানি করা অর্থাৎ আল্লার পথে নিজের সর্ব্বস্ব ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ করিতে শিক্ষা লাভ করিতে উপদেশ দিয়াছেন মাত্র জীব হত্যা করা খোদার উদ্দেশ্য নয়।

প্রিয় পাঠক !

হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম্মের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখান এবং উভয় ধর্ম্ম লইয়া পরস্পর বিবাদ নিবারণ এবং উভয় ধর্ম্মের মূল ভিত্তি এক ইহা প্রতিপন্ন জন্য এই কোরাণ তত্ত্ব লিখিত হইল। হিন্দু শাস্ত্র মতে শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধ প্রভৃতির ন্যায় মহম্মদ (আলা) ভগবানের অবতার ছিলেন এবং তাঁহাকেও অবতাররূপে গ্রহণ করা সঙ্গত। পবিত্র কোরাণ এবং হদিছ খোদার কালাম বটে। কোরাণ তত্ত্বে, পবিত্র কোরাণ হজরত মহাম্মদের (আলার) মুখ নিসৃত বলিয়া যদিও তাঁহার নিজের উক্তি বলা হইয়াছে তবু ঐ উক্তি খোদার কালামরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার দলিল দেওয়া হইল। (কোরাণ তত্ত্বের ১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয়তঃ—মহাম্মদ (আলা) শেষ পয়গম্বর তাঁহার পূর্ব্বে বহু পয়গম্বর ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব ঠিক রাখিয়া দেশ ভেদে, রুচিভেদে ও কালভেদে সাম্প্রদায়ীক ধর্ম্ম, আচার, রীতিনীতি ও উপাসনা প্রণালী স্থির করিয়া দিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম ও উপাসনা প্রণালীর কিছুমাত্র নিন্দা বা তাহার উপর কোন দোষারোপ করেন নাই। পরন্তু নিজ নিজ সাম্প্রদায়ীক ধর্ম্ম ও উপাসনা প্রণালী অনুসারে কার্য্য করা ও তাহা খোদার অনুমোদিত বলিয়া প্রকাশ করিয়া সার্ব্বজনীন উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। সেই জন্যই পবিত্র কোরাণে মুক্তি ও বেহেস্ত লাভ জন্য পুনঃ পুনঃ সৎকার্য্য করিবার আদেশ দিয়াছেন এবং সৎকার্য্য ব্যতীত কিছুতেই মুক্তিলাভ হইবে না বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সৎকার্য্যের উপর এরূপ বিশেষভাবে দৃষ্ট আকর্ষণ অন্যান্য শাস্ত্রে বিরল।

এই কোরাণ তত্ত্ব বিশদভাবে লিখা হইয়াছিল। কিন্তু কতকগুলি কারণে ছাপান কার্য্যে নানারূপ প্রমাদ ঘটায় অনেকাংশ বাদ দিতে হইয়াছে। এবং উহা একাধিক প্রেসে ছাপান হইয়াছে। পরন্তু আমার সময়ের অপ্রতুলতা প্রযুক্ত তাহার পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য যথাবিহিত রক্ষিত হইয়াছে কিনা তাহা দেখিতে পারি নাই। সুতরাং পবিত্র কোরাণের কোন কোন আয়াতের ব্যাখ্যা বা মীমাংসা অসঙ্গত বা অন্যায় বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে। আমার নিবেদন এই যে, পবিত্র কোরাণের উপর বা পরম দয়ালু খোদা তালার উপর কোনও অবজ্ঞা সূচিত হয় এরূপ কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। এইরূপ কোন উক্তি প্রকাশ পাইলে, পাঠকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে তাহা দেখাইয়া দিয়া অনুগৃহীত করিবেন। আশা করি সহৃদয় পাঠক আমার উদ্দেশ্য অনুধাবন করিয়া আমার সর্ব্বপ্রকার ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

——০——

পরিশিষ্ট।

(১)

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ اَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ۞

(২)

ان العبد يعمل عمل اهل النار و انه من اهل الجنة و يعمل عمل اهل الجنة و انه من اهل النار و انما الاعمال بالخواتيم كتاب الايمان باب في القدر فعل اول مسكواة شريف *

(৩)

وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ ۞ اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ط وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ط

(৪)

لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْاَمْرِ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ ط اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ ۞

(৫)

قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ ط

(৬)

قُولُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَا اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ج لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ۝

(৭)

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ط

(৮)

وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ ۝ع وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِ ط اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ۝

(৯)

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ۝ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ج

(১০)

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ۝

(১১)

وَ اِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝ۙ ص

(১২)

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَيُحْيِ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ
لِقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ۝

(১৩)

وَقَالُوْا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا
اِلَّا الدَّهْرُ ج وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ج اِنْ هُوَ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ۝
وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلَّا اَنْ قَالُوا ائْتُوْا
بِاٰبَائِنَا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

(১৪)

وَلَئِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَبْعُوْثُوْنَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

(১৫)

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ۝ۙ
عَلٰى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ وَلَقَدْ
عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝

(১৬)

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ۝

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ

وَيُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ۝ع

(১৭)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا ط

(১৮)

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِاُولِي الْاَلْبَابِ ط مَا كَانَ

حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ

وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝ع

(১৯)

سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ج وَيَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ

كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ج وَيَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ط

قُلْ رَّبِّيْ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ قف فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ

اِلَّا مِرَاۤءً ظَاهِرًا ص وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا ۝

(২০)

اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا

وَاْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

(২১)

أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ
ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ◎

(২২)

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ

(২৩)

إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ◎ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ
حِجَابًا ص قف فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ◎
قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ◎ قَالَ
إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ ق صلے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ◎

(২৪)

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ج

(২৫)

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ج

(২৬)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ط قُلِ الرُّوحُ مِنْ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ
مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ◎

(২৭)

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ◎

(২৮)

مَنْ عرفَ نَفْسهُ فَقدْ عرفَ رَبَّهُ ۞

(২৯)

وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ۞

(৩০)

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَيَّ اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا ۞ع

(৩১)

وَقَالُوْا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ط وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ ۞

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُوْنَ ۞

(৩২)

قَالَ يٰاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ط

(৩৩)

وَتَرَى الْمَلٰئِكَةَ حَافِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ج

(৩৪)

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وسلم رَاَيْتُ رَبِّي

عز وَجَل فِيْ اَحسن صورة كتاب الصلٰوة باب في المساجد

(৩৫)

هرلحظه شلكى بت عيّار بر آمد   دل بــرد و نــهــا شد

هر دم بلباس دگر آن يار بر آمد   گه پــيــر و جــوان شد

(৩৬)

خلق الله ادم على صورته طوله ستون ذراعا كتاب

الاداب باب فى السلام فصل اول مشكوة ◎

(৩৭)

دل بدست آور كه حج اكبرست   صد هزاران كعبه يكدل جوشترست

(৩৮)

كعبه بنياد خليل ازرست   دل گدر گاه جليل اكبرست

(৩৯)

اِنَّ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَ النَّصٰرى و الصَّابِئِيْنَ

مَنْ اٰمَنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ و عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ

رَبِّهِمْ ع وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ◎

(৪০)

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ط كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ص ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ◎

(৪১)

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ ◎

(৪২)

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ط كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ط وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ◎

(৪৩)

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكُوْا ط وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا - وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ *